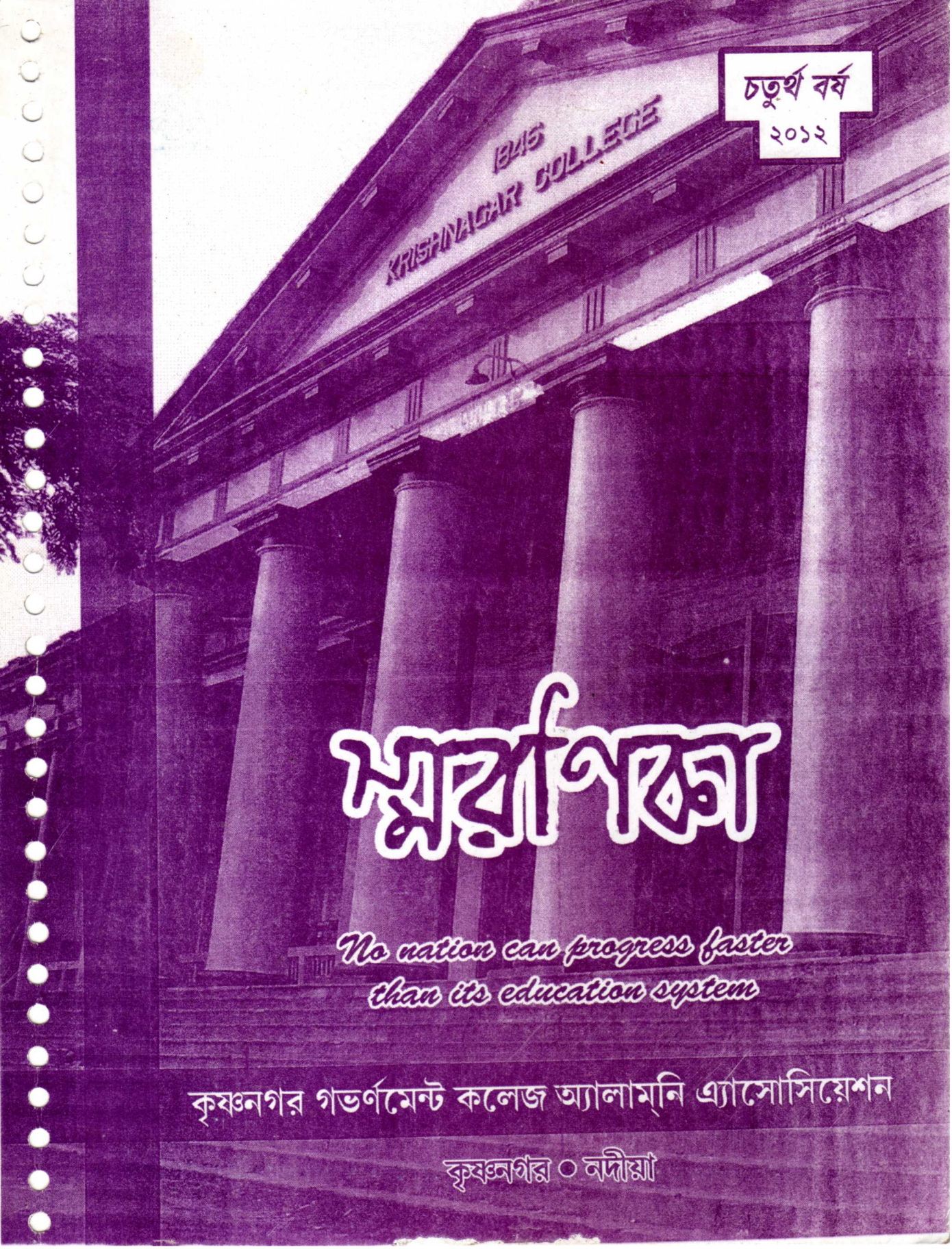

চতুর্থ বর্ষ

২০১২

স্মরণিকা

No nation can progress faster than its education system

কৃষ্ণনগর গভর্ণমেন্ট কলেজ অ্যালাম্‌নি এ্যাসোসিয়েশন

কৃষ্ণনগর ○ নদীয়া

কালীনগর কো-অপারেটিভ কলোনী এন্ড ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

(কম্পিউটার চালিত ও সরকার অনুমোদিত)

রেজি নং ঃ ২১-এন/৫৭

কালীনগর, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া। দূরভাষ ঃ ২৫৭৭৩৪

সেভিংস ডিপোজিট, রেকারিং ডিপোজিট, ক্যাশ সার্টিফিকেট, মাসিক আয় প্রকল্প, স্বল্প মেয়াদী স্থায়ী আমানত ইত্যাদি বিভিন্ন স্কীমে টাকা জমা হয়। সম্পত্তি বন্দক, ৫৮ ধারা মতে কর্জ, **CG** লোন ও **N.S.C., K.V.P.** ও সমিতির ক্যাশ সার্টিফিকেটের উপর লোনের ব্যবস্থা আছে।

কো-অপা. পরিচালিত ঃ সেবায়ন ডায়াগনস্টিক সেন্টার

নদীয়ার মধ্যে সবচেয়ে কম মূল্যে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে এক্স-রে, আল্ট্রা সোনোগ্রাফি, ই.সি.জি., রক্ত, মল, মূত্র ও কফ পরীক্ষা করা হয় অভিজ্ঞ ডাক্তার ও টেকনিসিয়ান দ্বারা। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে আল্ট্রা সোনোগ্রাফি করা হয় এবং রোগী দেখা হয়।

খোলার সময় ঃ প্রতিদিন সকাল ৮-৩০টা থেকে বিকাল ৬টা পর্যন্ত।

নমুনা মূল্য ঃ

USG (Whole Abdomen)	Rs. 400/- (with film)
USG (Lower / Upper Abdomen)	Rs. 200/- (with film)
USG (Pregnancy)	Rs. 250/- (with film)
X-Ray (Per Plate)	Rs. 50/- (with film)
E.C.G.	Rs. 40/-

প্রতি মঙ্গলবার বিকেল ৩টায় গ্যাস্ট্রো-এন্ট্রোলজিষ্ট ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী (এম.ডি.) রোগী দেখেন।

মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র, শনিবার সকাল ৯-৩০ মিনিট থেকে জেনারেল বিভাগের চিকিৎসক রোগী দেখেন।

যোগাযোগ ঃ Ph. No. : 9474788072, 257734

নদীয়ার সেরা **BOLERO XL** অ্যাম্বুলেন্স কম টাকায় ভাড়া দেওয়া হয়।

ফোন নং ঃ ৯৩৩২৩৯১৯০২ (ড্রাইভার), ৯৪৩৪১৯১২০৭

কো-অপা. পরিচালিত ঃ সংহতি লজ

বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য অল্প টাকায় ভাড়া দেওয়া হয়।

শিবনাথ চৌধুরী
(চেয়ারম্যান)

শ্রীবিপুলকৃষ্ণ সরকার
(সম্পাদক)

চতুর্থ প্রাক্তনী সম্মেলন
অনুষ্ঠান সূচী : ৫ ফেব্রুয়ারী ২০১২ (রবিবার)

সকাল	৯টা ৩০মি	:	সদস্যপদ রেজিস্ট্রেশন ও পূনর্নবীকরণ এবং ডেলিগেট কুপন বিলি
	১১টা	:	এ্যালাম্‌নি পতাকা উত্তোলন ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
	১১টা ৩০মি	:	অধ্যক্ষের ভাষণ ও উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা
	১১টা ৩৫মি	:	অ্যালাম্‌নির পক্ষে স্বাগত ভাষণ
	১১টা ৪০মি	:	বিশিষ্ট অতিথিগণের ভাষণ
	১২টা	:	সভাপতির ভাষণ
	১১টা ১৫মি	:	বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পাদকের প্রতিবেদন আয়ব্যয়ের হিসাব পেশ আলোচনা নতুন কমিটি গঠন
দুপুর	১টা ৩০মি	:	মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতি
	২টা ৩০মি	:	প্রাক্তনীদের স্মৃতিচারণা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
	৫টা	:	সভাপতি কর্ত্তৃক সমাপ্তি ঘোষণা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন

With Best Compliments from :-

Dr. Ratnadeep Das

B.D.S. (Kolkata)

ORAL & DENTAL SURGEON

SURADHANI

DENTAL CLINIC

RCT, Scaling, Crown, Bridge etc.

:: **ADDRESS** ::

3/1, Chunuripara Lane, Krishnagar, Nadia
(Near 'Akshoy Vidyapith School')

Contact No. : 09474479474 (Mob.)
03472-254646 (Resi.)

KRISHNAGAR GOVT. COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION

(Regn No. S/IL 51964) Dated 25.4.2009)

Krishnagar, Nadia, Ph. No. (03472) 252810 /252863.

www.krishnagarcollegealumni.org / E-mail : kgc.alumni.association@gmail.com

Governing Body of the Association

1.	Patron donor	:	i) The Nadiaraj Srl Saumesh ch. Roy, ii) Maharani of Kossimbazar.
2.	Patron in-chief	:	Principal, Krishnagar Govt. College
3.	President	:	Dr. Dhirendra Nath Biswas, M.Sc. Ph.D. Retired H.O.D Chemistry, K.G.C.
4.	Vice President	:	i) Sri Kanailal Biswas, M.A. L.L.B, Advocate, Judges Court, Krishnagar, ii) Dr. Basudeb Saha, M.A., D.Phil.; Retired Head Master, iii) Sri Sankareswar Dutta, Social Worker iv) Smt. Bharati Bagchi v) Shri Sibnath Chowdhury vi) Dr. Ashok Saha, vii) Prof. Tapas Kumar Modak
5.	Secretary	:	Dr. Pijush Kumar Tarafder , M.Sc. Ph.D. Retired H.O.D. Chemistry, K.G.C.
6.	Assistant Secretary	:	i) Dr. Dipak Kumar Biswas, M.A., Ph.D.; Retd H.M. Debnath H.S.School, ii) Sri Khagendra Kumar Datta, Retd S.B.I. Employee iii) Shri Sudhakar Biswas iv) Shri Swadesh Roy v) Smt Archana Ghosh Sarkar
7)	Treasurer	:	Sri Shyamaprasad Biswas.

Members:-

1)Sri Samir Kumar Halder, 2)Sri Dilip Guha 3) Sri Dipankar Das, 4)Smt.Manjulika Sarkar, 5)Prof Sirajul Islam, 6) Prof. Sudipta Pramanik 7) Sri Chandan Kanti Sanyal (9232467217) 8) Sri Asoke Kumar Bhaduri (03472-320814), 9) Sri Ananta Banerjee (94343228230), 10) Sri Sampad Narayan Dhar (9433350604) 11) Sri Sachin Chakraborty (03325829556), 12) Mmt. Mita Dey, 13) Salil Kr. Ghosh.

Communication: Secretary alumni association phone number: 09474479472
e-mail address: pijush.chem@gmail.com
- Asst. Secretary Sri Khagendra Kumar Datta e-mail address: datkhagen@gmail.com

Sub Committies for organising Alumni Reunion 2010

Patron-in-Chief : Dr. M. Das **Principal**
President : Dr. D. N. Biswas
Secretary & Co-ordinator : Dr. P Tarafder

1. **Publicity and communication Sub-Committee :**
   Sampad Narayan Dhar (Convener), Shyamaprosad Biswas, Sibnath Chowdhury, Ananta Banerjee, Indranil Chatterjee, Prosanta Kr. Mukhopadhyay, Subimal Chandra, Swadesh Roy.

2. **Reception Sub-Committee :**
   Tapas Kr. Modak, Dhirendra Nath Biswas, Chandan Kanti Sanyal, Asoke Bhaduri, Archana Ghosh (Sarkar), Dilip Guha, Chinmoy Bhattacharya, Sirajul Islam, Basudev Saha, Nirmal Sanyal, Sudipta Pramanick, Pijush Tarafder, Manjulika Sarkar, Sudhakar Biswas.

3. **Finance and Registration Sub-Committee :**
   Khagendra Kr. Dutta (Convn.) Kanailal Biswas, Asesh Kumar Das, Sachin Chakraborty, Dipak Biswas, Swadesh Roy, Bidyut Bhusan Sengupta.

4. **Cultural and decoration Sub-Committee :**
   Dipankar Das (Convener), Salil Ghosh, Nirmal Sanyal, Ananta Banerjee, Manjulika Sarkar, Archana Ghosh (Sarkar), Dilip Guha, Manashi De, Mita De, Marjana Ghosh (Guha), Ambuj Moulick.

5. **Souvenir Sub-Committee :**
   Dr. Basudev Saha (Convener), Sibnath Chowdhury, Shyama Prasad Biswas, Ananta Banerjee, Dipak Biswas.

6. **Refreshment Sub-committee :**
   Dr. Sudipta Pramanick & Smt. Bharati Das (Bagchi) (Jt. Convener), Samir Halder, Mita De, Pijush Tarafder.

।। সম্পাদকের কলমে ।।

কৃষ্ণনগর গভঃ কলেজ অ্যালুম্নি এ্যাসোসিয়েশনের চতুর্থ বার্ষিকী পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাই। বিগত বছরগুলির মত এ বছরেও একে অপরের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ করে দিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করেছি। আমরা যদি পরস্পরের সঙ্গে একতাবদ্ধ হয়ে চলতে পারি তবে আমার বিশ্বাস আগামী বছরগুলোতেও এমনই এক উৎসবে আবার আমরা মিলিত হতে পারব। ইতিমধ্যে অনেক প্রাক্তন ছাত্রবন্ধু আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁদের মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। তাঁদের আত্মার চির শান্তি কামনা করছি।

সম্মানীয় প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী-বন্ধুদের কাছে আবেদন নিবেদন করা সত্ত্বেও তাঁদের সমিতির সদস্যভুক্ত করতে পারিনি। আপনারা এ ব্যাপারে সহযোগিতা করুন যাতে সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

একবিংশ শতাব্দীর ২০১১-১২ সালটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজকের এই পুনর্মিলন উৎসবে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের পক্ষ থেকে নতমস্তকে শ্রদ্ধা জানাই তিন মহানপুরুষ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ এবং বিজ্ঞানীচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের উদ্দেশ্যে। সমগ্র জাতি এই তিন মহাপুরুষের সার্ধশত জন্ম বার্ষিকী অত্যান্ত শ্রদ্ধাভরে পালন করেছে। প্রস্তাবনা সত্ত্বেও আমরা সমিতির পক্ষ থেকে এই মহানপুরুষের সার্ধশততম জন্ম বার্ষিকী পালন করতে পারিনি। এ আমাদের লজ্জা। অপর পক্ষে কৃষ্ণনগরের ভূমিপুত্র বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সার্ধশতবর্ষ জন্ম জয়ন্তী এই বছর জুলাই মাসে কৃষ্ণনগরের সংস্কৃতি সচেতন নাগরিক ও শিক্ষা জগতের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণনগর গভঃ কলেজ প্রাক্তনী সমিতি উপযুক্ত মর্যাদা সহকারে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সার্ধশত বর্ষ জন্ম জয়ন্তী পালন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। অদ্যকার পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল সদস্যের পক্ষ থেকে প্রাক্তন, বর্তমান নির্বিশেষে সকল ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষামোদী সাধারণ নাগরিকের কাছে উক্ত শ্রদ্ধাঞ্জলী অনুষ্ঠানে সক্রিয় সহযোগিতার আবেদন জানাই।

সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে আমাদের দেশেও বিক্ষিপ্তভাবে নানাপ্রকার সন্ত্রাসমূলক ক্রিয়া কলাপে একাধারে সম্পত্তি ও জীবনহানি ঘটছে। কৃষ্ণনগর গভঃ কলেজের সমস্ত প্রাক্তনী এ ধরণের নিকৃষ্টতম কার্য্যকলাপের তীব্র নিন্দা করছে। সেই সঙ্গে সন্ত্রাসে যাঁরা বলি হয়েছেন তাঁদের পরিবারবর্গের প্রতি আমরা সহানুভূতি জানাই।

বীভৎস অগ্নিকাণ্ডের ফলে কলকাতার এ.এম.আর.আই. হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগী সহ কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মীদের মৃত্যুতে এই কলেজের প্রাক্তণী সভা গভীরভাবে মর্মাহত। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা স্থাপন করছে। উল্লেখ্য : ১৮/১২/১১ তারিখে সমিতির কার্য্যকরী কমিটির সভায় অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করে দু'মিনিট নীরবতা পালন করা হয়েছে।

বিক্ষিপ্তভাবে কতিপয় কলেজে ছাত্র সংসদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কলেজের অধ্যক্ষদের উপর যে ধরণের দৈহিক ও মানসিক উৎপীড়ন চলছে তাতে এই মহাবিদ্যালয়ের সমস্ত প্রাক্তনী সদস্য গভীরভাবে উৎকণ্ঠিত। আমরা এমন ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি। শিক্ষাঙ্গনে এ ধরণের অ-ছাত্র জনোচিত মনোভাব সমগ্র শিক্ষা জগৎকে কলুষিত করছে। সমিতির পক্ষ থেকে সমস্ত ছাত্র-যুবাদের কাছে আবেদন তারা শিক্ষক নিগৃহ পরিহার করে শিক্ষা তথা শিক্ষায়তনের যুগোপযোগী উন্নয়ণের স্বার্থে উদ্যোগী ও সোচ্চার হোন্। এতে শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের অবসান ঘটবে ও নবযুগের ছাত্র-ছাত্রী পাবে আলোর নিশানা।

আপনাদের সবার জানা আছে সে ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন দ্বারা accreditation করাবার তাগিদে এই অ্যালুম্নি সমিতি সংগঠিত হয়েছিল। NAAC দ্বারা 'A' Grade কলেজ হিসাবে তালিকাভুক্তি এবং Centre of Excellance পেতে সামান্য হলেও সমিতির ভূমিকা অনস্বীকার্য্য। এই কলেজটিকে Unitary University তে উন্নীত করবার প্রক্রিয়া প্রাক্তনী সমিতি দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে আসছে। স্থানীয় M.P শ্রী তাপস পাল মহাশয়ের দিল্লীতে মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগে এ ব্যাপারে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ বা রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগ এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আবেদন

পত্র এখনও পর্য্যন্ত পাঠায়নি। কেবলমাত্র কলেজের প্রাক্তনী সমিতির নয়, কৃষ্ণনগরের শিক্ষামোদী নাগরিকদের একান্ত আশা যে দেশের অন্যতম প্রাচীন মহাবিদ্যালয়কে উপযুক্ত স্তরে উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সক্রিয় হবেন। বিশেষতঃ সাম্প্রতিক কালে মালদা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বারাসতে একটি করে বিশ্ব-বিদ্যালয় গড়ে তোলার অনুমোদন দিয়েছেন সরকার। এছাড়া প্রেসিডেন্সি ও সেন্টজেভিয়ার্স কলেজ দুটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার উদাহরণ আমাদের প্রত্যাশা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা তাই কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার জন্য সরকারের কাছে দাবি পেশ করছি। সেই সঙ্গে কলেজের অধ্যক্ষ, কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি, জেলা শাসক প্রমুখের সক্রিয় ভূমিকা পালনের দাবি জানাই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য গত ১৯শে ডিসেম্বর আগাম নোটিশ দিয়ে সর্বশ্রী বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, অবনী মোহন জোয়ার্দ্দার, শিবনাথ চৌধুরী, খগেন্দ্র নাথ দত্ত, শ্যামাপ্রসাদ বিশ্বাস, সম্পদ নারায়ণ ধর, স্বদেশ রায় ও দীপক বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে আমি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের সঙ্গে এ ব্যাপারে সবিস্তার আলোচনা করি। স্থানীয় বিধায়ক ও কলেজের প্রাক্তনী শ্রী অবনীমোহন জোয়ার্দ্দার মহাশয় অধ্যক্ষ মহাশয়কে প্রয়োজনীয় দরখাস্ত পূরণ করে অতি সত্বর U.G.C. অফিসে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেন। আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় এ ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন এবং শীঘ্রই আবেদন পত্রটি বিবেচনার জন্য সরকারী শিক্ষা দপ্তর মারফৎ U.G.C অফিসে পাঠাবেন।

গত ৩০শে ডিসেম্বর শহিদ দিবস উপলক্ষে সমিতির কার্য্যকরী কমিটির সকল সদস্যের উপস্থিতিতে কলেজের জঙ্গল সাফাই প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হ'ল। সমিতির সভাপতি বর্ষিয়ান শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থেকে এ কাজে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন।

কার্য্যকরী কমিটির সভায় স্থির হয়েছে এ বছর জুলাই মাসে নাট্যকার ডি.এল.রায়ের সার্ধশতবর্ষ জন্ম দিবস যথাযথ মর্যাদা সহকারে পালন করা হবে। সিদ্ধান্ত হয়েছে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রাক্তনী সমিতির পক্ষ থেকে এই কলেজের প্রত্যেক বিভাগের কৃতী ছাত্র/ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হবে, এই কলেজে বাংলা বিভাগে ডি.এল. রায় নামাঙ্কিত একটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করবার জন্য শিক্ষা দপ্তরে আবেদন করা হবে এবং কলেজে ডি.এল. রায়ের মূর্ত্তিটিকে সংস্কার সাধন করা হবে। এই অনুষ্ঠানটিকে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করবার জন্য আপনাদের সবার সক্রিয় সহযোগিতা প্রার্থনা করছি। এ জন্য গঠিত বিশেষ তহবিলে আর্থিক অনুদান ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে।

আজকের এই বার্ষিক পুনর্মিলন উৎসব সর্বাঙ্গ সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠুক এই কামনা করে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করলাম। নমস্কার।

পীযুষ তরফদার
সম্পাদক

।। আমাদের কথা ।।

পেশির অপব্যবহারে নাকাল হচ্ছে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নৈরাজ্য চলছে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। কলেজগুলোতে চলছে কলেজ ইউনিয়ন কোন দলের ছাত্র সংগঠনের হাতে থাকবে, আর স্কুল গুলিতে চলছে ছাত্রভর্তি, পরীক্ষায় ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীদের পাশ করিয়ে দেওয়ার দাবি এবং ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। সাধারণত এই সব বিষয় নিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিষয়টি নিয়ে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সবাইকে সতর্ক হতে হবে। দলমতের উর্দ্ধে উঠে দেশ ও দেশের শিক্ষার কথা ভেবেই কাজ করতে হবে আমাদের। কে দোষী, কে দোষী নয় — এ সব নিয়ে বেশি না ভেবে আগামী প্রজন্মকে মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের। বিষয়টিতে নজর রাখতে হবে দেশের সব মানুষকে। বিষয়টি নিয়ে আন্তরিকভাবে দায়িত্বশীল ও সক্রিয় হতে হবে দেশের শিক্ষাবিদ এবং রাষ্ট্র নায়কদের। দলবাজি ছেড়ে মানবতাবাদী হতে হবে সবাইকে।

কৃষ্ণনগর কলেজ বাংলার একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রথম শ্রেণির কলেজ। ন্যাকের সাম্প্রতিক রিপোর্টে ও বোধ করি তার পরিচয় মেনে। বহুকাল ধরেই শুনে আসছি — প্রেসিডেন্সি কলেজ, মহসীন কলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজের বিশিষ্টতার কথা। ভারতের এ ধরণের কলেজগুলিকে ইউনিটরি ইউনিভার্সিটি করার কথা শুনেছি। প্রেসিডেন্সি কলেজ ইউনিভার্সিটি হয়েছে। কৃষ্ণনগর কলেজকে ইউনিটরি ইউনিভার্সিটি করার জন্য কলেজ-প্রাক্তনীদের সঙ্গে নদিয়ার মানুষও সচেষ্ট হবেন বলে আমাদের ধারণা। মাননীয় কৃষ্ণনগর-সাংসদ তাপস পাল মহাশয় সাংসদ মহলে শিক্ষাকমিটিতে বিষয়টি য়িে সচেষ্ট হয়েছেন বলে শুনেছি। এ বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ একটু সচেষ্ট হলে বিষয়টি সার্থক রূপ লাভ করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। কৃষ্ণনগর কলেজের শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং কর্তৃপক্ষ বিষয়ে বিশেষ নজর দিলে প্রতিষ্ঠানটি ইউনিভার্সিটিতে পরিণত হতে পারে।

নদিয়াবাসীর সচেতন - সক্রিয় আন্দোলন এই কলেজের ইউনিটরি ইউনিভার্সিটিতে রূপান্তর ঘটুক — এই কামনা করি। কলেজ প্রাক্তনীরা অবশ্য এ বিষয়ে আন্দোলনে যুক্ত আছেন।

এই স্মরণিকা প্রণয়েনে কলেজ প্রাক্তনীর কার্যকরী কমিটির সক্রিয় প্রচেষ্টা বিশেষ করে শ্রী শ্যামাপ্রসাদ বিশ্বাস মহাশয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টা আমাকে মুগ্ধ করেছে। এটাই সত্য যে আমি নই শ্যামা প্রসাদের প্রকৃত সম্পাদনায় তৈরি হয়েছে এই স্মরণিকা।

সবাই ভালো থাকুন, যুক্ত থাকুন ভালো কাজে।

ড. বাসুদেব সাহা
সম্পাদক/আহ্বায়ক
কৃষ্ণনগর কলেজ প্রাক্তনী সম্মেলন ২০১২ এর স্মরণিকা
উপ-সমিতি

৫/২/২০১২
কৃষ্ণনগর কলেজ
কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

সে কি ভোলা যায়

স্বদেশ রায়

৭০ এর দশক মুক্তির দশক। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় যে যত বেশী পড়ে, সে তত বেশী মুর্খ হয়। বন্দুকের নলই শক্তির উৎস। চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান। এই সব দেয়াল লিখন পড়তে পড়তে কলেজে প্রবেশ করেছিলাম। ৫ আগষ্ট ১৯৭০ কৃষ্ণনগর কলেজে আমার প্রথম দিন। আমি ও বন্ধু অলোক সান্যাল এক সাথে উনিশ নম্বর ঘরে একটা পনেরো মিনিটে প্রথম ক্লাস করতে ঢুকি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রথম ক্লাস নিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ফনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, যিনি কলেজে পি.এ.বি নামে খ্যাত ছিলেন। সেদিনের পাঠ্যসূচীতে ছিলো 'গণতন্ত্র'। আজও সেই স্মৃতি স্বচ্ছ আয়নার মতো। কলেজে প্রবেশ করেই কিন্তু ছাত্র-রাজনীতির কোন স্পষ্ট ছবি দেখতে পাইনি। প্রথমেই যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তারা বেশীরভাগই নকসাল রাজনীতিতে বিশ্বাসী। কলেজে ঢুকেই সবথেকে বেশী আশা করেছিলাম। নবীনবরণ উৎসবের। তখনও মনে পরে সেই দিনটির কথা। নবীনবরণ উৎসবের জন্য কলেজে যেতে মাঝ পথেই থমকে গেলাম। কলেজ গেট পর্যন্ত যাওয়া হলো না। এম.এম. ঘোষ স্ট্রিট ও আর.সি. পাড়ার সংযোগস্থলের কাছে পড়ে ছিল একটি সাইকেল ও একজোড়া চপ্পল। কিছুক্ষণ আগেই খুন হয়ে গেছে একছাত্র। অপরাধ বিপ্রদাস পালচৌধুরী পলিটেকনিক কলেজে পরিক্ষা দিতে যাচ্ছিল। শুনতে পেলাম ছাত্রটির নাম প্রশান্ত সরকার। সে বি.পি.এস.এফ. সমর্থক। কে এস.এফ. কে সি.পি. সেটা নিয়ে কিছু ভাবিনি। মনে হয়েছিল একজন ছাত্র আজ খুন হয়ে গেলো। কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী মাঠে যে মঞ্চটি রয়েছে, সেটা প্রশান্ত সরকারের উদ্যোগে নির্মান হয়েছিলো। গত মাসে ২৩ থেকে ৩০ ডিসেম্বর ২০১১ যখন ২৭ তম নদিয়া বইমেলা চলছিল শত শত মানুষের ভীড়ের মধ্যেও সেই মঞ্চের নীচে ফলকটিকে আর একবার দেখলাম।

তখন প্রতিদিনই খবর থেকে জানতে পারি উত্তর থেকে দক্ষিণে সাগর থেকে পাহাড়ে বিভিন্ন কলেজে ঘেরাও শিক্ষক নিগ্রহ প্রভৃতি চলছে। শিক্ষাক্ষেত্রে অশান্তি। মনটা দুঃখে ভরে যায়। কেন এমনটা হচ্ছে। কবে শান্ত হবে শিক্ষাঙ্গন। যা কিছুই ঘটুক ; ঘটনার পিছনে কারণ থাকতেই হবে। কারণ অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবেই।

১৯৭০ থেকে ১৯৭৩ কৃষ্ণনগর কলেজের অনেক ঘটনাই তখনও সুখস্মৃতি হয়ে আছে। আমি ছাত্র পরিষদ করতাম। কলেজ সাধারণ সম্পাদকের পদে ছিলাম। কিন্তু তখনও সেই দিনগুলিতে যাদের সঙ্গে আড্ডা দিতাম সেই এসঃ এফ. সমর্থক উজ্জ্বল দাস, পবিত্র সরকার, সতীনাথ রায় (লাঠি) সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় এদের সাথে দেখা হলে এক নির্মল আন্তরিকতায় একে অপরকে জড়িয়ে ধরি। সেই দিনটার স্মৃতি আজও মন পীড়া দেয়। আমরা তখন পার্ট ওয়ান পরিক্ষা দিচ্ছি। কলেজে যাওয়ার পথে শুনলাম বন্ধু সাম্য সাথী চট্টোপাধ্যায় আর নেই। ছাদ থেকে পড়ে মারা গেছে। সেদিন ছিলো ইকনমিক্স পরিক্ষা। এস.এফের সক্রিয় সদস্য ও সি.পি.ম দলের এজি সদস্য। আমরা ছাত্র পরিষদ ও তত্র এস.এফ.এর সবাই সাম্যর মৃতদেহ নিয়ে নবদ্বীপ শ্মসানঘাটে তাঁর অন্তেষ্টি ক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলাম। সেদিনের দুঃখে কোন রঙ ছিলনা। একটি মৃত্যুর দুঃখ সমানভাবে আমাদের গ্রাস করেছিল। আজকের ছাত্রদের মধ্যে সেই বোধ কেন প্রসারিত হল না।

একটা সময় ছিল যখন কৃষ্ণনগর কলেজে আমরা যারা ছাত্র-পরিষদ করতাম তাদের আড্ডার স্থল ছিল এস.এফ.-এর সামসুল ইসলামের কক্ষ। হোস্টেলে সামসুলকে কত বিরক্তই না করেছি। এই সামসুলই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার দু'বার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলো সি.পি.এম. প্রার্থী হিসাবে।

আমাদের সেইসময় কলেজে 'সবারে করি আহ্বান' জাতীয় পরিবেশ ছিল। পত্রিকা প্রকাশের সময় কে কোন দলের সমর্থক বিচার্য ছিলো না। তাই শ্যামাপ্রসাদ বিশ্বাসের 'রামেশ্বর বালাসিয়া' বামপন্থী কবিতাও ছাপা হয়েছিল। ১৯৭১-৭২ সালের পত্রিকা প্রকাশের মাঝখানে একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটলো। আমাদের পত্রিকা সম্পাদক বিপ্লব মুখোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর পরিবর্তে বাম-পন্থীমনোভাবাপন্ন ছাত্র শিবাজী রায় কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কোন সমস্যা হয়নি। আবার

১৯৭৪-৭৫ সালে পত্রিকা সম্পাদনের দায়িত্ব পেয়েছিল শতঞ্জীব রাহা ও সাধন ভাদুরী। শতঞ্জীব এখন কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক। সাধন ভাদুরী বর্তমান পত্রিকার একজন বিশিষ্ট কলচি। মনসিজ বিশ্বাস একসময় পরিচালক শক্তি সামন্তের সহকারি শিল্প নির্দেশক হিসাবে মুম্বাইতে কাজ করেছে। কলেজ পত্রিকার প্রচ্ছদ মানেই মনসিজ। খোলা মনে যোগ্যতার মাপ কাঠিতে কাজ চলতো। আমরা ছাত্র-জীবনে রঙকে প্রাধান্য দিইনি। মনসিজ, শান্তিনাথ শ্যামরাও আমাদের সাথে খোলা মনেই কাজ করতো।

খেলার মাঠেও আমরা ছিলাম এক ও অভিন্ন। একটি ঘটনার কথা ভীষণভাবে মনে পড়ছে। আমাদের কলেজের ফুটবল-ক্রিকেট টিম ছিলো। কৃষ্ণনগর প্রথম ডিভিশনে কৃষ্ণনগর কলেজ সমীহ আদায় করে নিতে পেরেছিল। আমাদের কলেজের সাথে কৃষ্ণনগর সাউথ ক্লাবের লীগের খেলায় ওরা আমাদের বিরুদ্ধে নিয়ে এসেছিল মোহন বাগানের শঙ্কর মুখার্জী ও আসামের মহারানা ক্লাবে অসীম মজুমদারকে। খেলার দিন ছিলো পরিবহন ধর্মঘট। আমাদের নির্ভরযোগ্য তিন খেলোয়াড়ের বাড়ি ছিল চাঁদের ঘাট ও চাপড়ায়। আমরা সবাই মিলে জিপগাড়ী যোগার করে প্রদোশ বিশ্বাস, তারক বিশ্বাস ও মনীন্দ্রনাথ কর্মকারকে খেলার আগে মাঠে উপস্থিত করাতে পেরে ছিলাম। আমরা কলেজের নামটাই আমাদের কাছে বড় ছিলো।

১৯৭৩ সাল। কলেজের ছাত্রাবাস নিয়ে এক সমস্যার কথা তদানীন্তন প্রিন্সিপাল শ্রদ্ধেয় শ্রী তরিৎ মুখার্জী আমাকে জানালেন। সমস্যাটা ছিল আমাদের কলেজে তিনটি হোস্টেল। পুরাতন হিন্দু হোস্টেল, নতুন হিন্দু হোস্টেল, এ্যান্ডারসন মুসলিম হোস্টেল। পুরাতন হিন্দু হোস্টেলে কিছু ছাত্র থাকতো, নতুন হোস্টেলে কোন আবাসিক ছিলো না। এ্যান্ডারসন মুসলিম হোস্টেলে মাত্র পাঁচ-ছ'জন ছাত্র ছিলো। মুসলিম হোস্টেলের আবাসিক কমে যাওয়ার জন্য হোস্টেলটি উঠিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছিলো। এই সঙ্কটকালে, আমি শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল তরিৎবাবুকে প্রস্তাব দিলাম, মুসলিম হোস্টেলের ছাত্রদের হিন্দু হোস্টেলে স্থানান্তরিত করে দিতে। তরিৎবাবু বললেন — "তাকি সম্ভব? মুসলিম ছাত্ররা হিন্দু হোস্টেলে যেতে রাজী হবে?" আমি বলেছিলাম 'স্যার এটা সম্ভব'। এই ঘটনায় আমি ও সামসুল আলোচনা করে ঠিক করলাম, "মুসলিম ছাত্ররা হিন্দু হোস্টেলে থাকবে"। এইভাবেই নিঃশব্দে একটি বিপ্লব ঘটেছিল। ছাত্রমনের আশা পূরণই ছিলো আমাদের লক্ষ্য। ভালো বন্ধুরা চিরকালই ভাল থাকে। দলের উত্থান পতন থাকে, বন্ধুত্ব আলাদা। তাই সামসুল আজও আমার একজন ভালো বন্ধু।

ছাত্রভর্তি সমস্যা এখন খুবই প্রকট। মারাত্মকরূপ নিয়েছে। আমাদের সেই সময়ও কৃষ্ণনগর কলেজে জায়গা না হলে, নবদ্বীপ, শান্তিপুর নয় বগুলা কলেজে যেতে হতো। এখন ভাবতে ভাল লাগে, ছাত্র স্বার্থে লড়াইয়ের দিনগুলোর কথা। কৃষ্ণনগর কলেজে আমরা লড়াই করে বিজ্ঞানের প্রাতঃ বিভাগ চালু করে ছিলাম। (সেই সময় ডি.পি.আই. ছিলেন প্রয়াত শ্রী অমিয় মজুমদার; যিনি আমাদের কলেজে অধ্যক্ষও ছিলেন। মহাকরণে তাঁর সাথে দেখা করে বলেছিলাম স্যার "কলেজের পত্রিকায় বলেদিয়েছি এবছর থেকে প্রাতঃ বিভাগ চালু হচ্ছে। তাই, না হলে সব পত্রিকা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।" তিনি আমাদের কথা উপলব্ধি করে, প্রাতঃ বিভাগের অনুমোদন দিয়ে দিলেন। আজ কেন ছাত্ররা এমনটা করতে পারে না।

আমার তিন বছরের কলেজ জীবনে আরও অনেক ঘটনা আছে, সব বললে শেষ করা যাবেনা। সেও এক "সহস্র আরব্য রজনী" তৈরী হবে।

১৬৬ বছরের পুরাতন কলেজের চতুর্থ পুনর্মিলন উৎসবে (নব পর্যায়) আবার মিলিত হয়েছি স্মৃতির টানে।

তোমার মাঝে আমার চলা

মিতা দে

অনেকদিক আগে রোমাঞ্চিত হৃদয়ে শিহরণ জাগিয়ে সামনের বড় গাছটার শুকনো পাতার মচমচ ধ্বনি শুনে অবাক হয়ে দেখছিলাম প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী কলেজটি কি অপার মহিমা, পুলকিত হৃদয়ে, সাহস সঞ্চয় করে প্রথম দিনের ১০.১৫ মিনিটের B.D. (বিষ্ণুপদ দত্ত) এর সাম্মানিক ইতিহাসের ক্লাসে ঢুকলাম। বিশাল বিশাল গথিক আর্চের ঘরগুলি পেরিয়ে করিডোর দিয়ে দ্রুতিপদে হেঁটে চলেছি নতুন বিল্ডিং এর ১৪ নম্বর ঘরে যেখানে আমাদের ক্লাসটি হওয়ার কথা। প্রথম দিনের ক্লাসে আমরা পাঁচজন মেয়ে ও তিনটি ছেলে। সৌমদর্শন ছাত্র দরদী শিক্ষক তাঁর গাম্ভীর্য সুলভ দৃষ্টিভঙ্গিতে পড়াতে শুরু করলেন। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যযুগের সূচনা ও সুলতানী সাম্রাজ্যের প্রেক্ষাপট। অত্যন্ত বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি ও সহজ-সরল পাঠদান আমার মনকে আজও বিচলিত করে তোলে। কাল প্রবাহে সেই নোট খাতাটি আর খুঁজে পাইনি। কিন্তু মনের কোণে চিরদিন চিত্রিত হয়ে তাঁর বৈদগ্ধ্যময় অসাধারণ অধীত বিদ্যার সঞ্চালন। যা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল।

এই পাতাঝরা শীতকালের বিষন্ন কুয়াশা ভরা সকালেই অপ্রত্যাশিতভাবে আমার এক হারিয়ে যাওয়া ম্যাডাম দর্শনশাস্ত্রের রুবী দাসগুপ্তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল উল্টোডাঙ্গা স্টেশনে। ম্যাডাম যেমন তাঁর স্নেহধন্যা ছাত্রীকে একপলকে চিনতে ভুল করেননি, সেও তার শ্রদ্ধেয়া দিদিকে দেখে নিমেষে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। একটা বয়সে এসে বোধ হয় আর কোন বয়সের ফারাক থাকে না। তাই সমস্ত সীমা পেরিয়ে একটা সময় সুমধুর বন্ধুত্বের বাঁধনে আবদ্ধ হয়ে যায়। মাঝে মাঝে স্মৃতিপটে ভেসে আসে সুদর্শন, প্রফুল্ল বাবার মতন শিক্ষক অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় (AB) তাঁরা অধ্যাপক দম্পতি ছিলেন। বহু উষ্ণপরশ ও মধুর সান্নিধ্য ওদের কাছ থেকে পেয়েছি যা অমূল্য রতন হয়ে আছে আমার কাছে চিরকাল ও চিরদিন।

বহু ঐতিহাসিক ঘটনার নীরব সাক্ষী আমার এই প্রিয় কলেজটি গথিক স্থাপনের এক অপূর্ব নিদর্শন। যা অবশ্যই ঐতিহাসিক মর্যাদালাভের দাবী রাখে, পুরনো দলিল - দস্তাবেজের উপর ভিত্তি করলেই বেরিয়ে আসবে এর অপরিসীম ঐতিহাসিক ও সামাজিক মূল্যবোধের বাতাবরণ।

আমরা যারা এই কলেজের সঙ্গে এখনও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে আছি। নিঃশ্বাসে - প্রশ্বাসে প্রিয়, একান্ত আপন কলেজটির নাম মনের গহনে ফিরে ফিরে আসে। কত যত্নে, কত ভালবাসায়, কত স্বপ্ন নিয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের এতগুলি বৎসর পার হওয়া বিদ্যায়তনটি। সমসাময়িক অনেকগুলি কলেজ, বিশ্ব-বিদ্যালয় স্তরে উন্নীত হয়েছে। কোন কোন প্রাচীন শিক্ষালয়, 'Heritage Building' এরও মর্যাদা লাভ করে ভারতবর্ষের শিক্ষার জগতে এক স্থায়ী ও সুমহান স্থান লাভ করেছে, আমিও আমার সুপ্রাচীন শিক্ষায়তনটির এই মর্যাদা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অন্তরের অন্তস্থল থেকে আবেদন রাখি। যথাযথ আইনসঙ্গত পথে নিশ্চয়ই একদিন এই কাজের সমাধান হবে, সেদিন আমরাও সোচ্চারকণ্ঠে বলে উঠব, আমরাই ভবিষ্যত কাণ্ডারী, যারা চরৈবেতি মন্ত্রে সঞ্জিবিত, উজ্জীবিত ও সমৃদ্ধ।

জনম ভোর

মানসী দে

যতদূর দেখা যায় অনেক দূরে কোথাও
কুয়াশাভরা সন্ধ্যায় ঘোমটা ঢাকা,
বিষণ্ণতার মায়াবী জালে ঘেরাও কে?
ধীরে ধীরে আসে আমার পাশে, কিছু
যেন বলতে চায়। ওগো আমার বিদ্যাদাত্রী মা।
চারপাশে কত ফিস্‌ফাস্‌ জোনাকির
মিটমিটি আলোয় অধরা কখনও
শুচিস্মিতা,
শন্‌শন্‌ করে শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে যায়
রেখে যায় কিছু না বলা কথা, অনেক দিনের
কোন অসমাপ্ত কাজ,
সে কাজগুলি হয়নি করা, যে কথাগুলি
হয়নি রাখা,
মনে শুধু এক করুণ রাগিনী বেজে চলে,
সেই স্মৃতি মেদুরতার কথা ভেবে।
আমার অস্তিত্ব তো শুধুই তোমাকে
ঘিরে, স্মৃতি তো সততই মধুর।
মনে কত না ফোটা আশা, ভেঙ্গে যাওয়া
স্বপ্নিল চাওয়া পাওয়া তো একদিন
হারিয়ে গেছে তোমারই
বুকভরা ভালবাসায়, আকুল ও
উদাত্ত আহ্বানে।
মনের গহনে তোমার ডাক শুনি সর্বদা,
হে আমার বিদ্যায়তন,
আমরা যে একাত্ম তোমারই
ঘাসঢাকা উন্মুক্ত প্রান্তরে।
আমৃত্যু, আমি যে তোমারই, শুধু তোমারই।

এক সমুদ্র অনেক ঢেউ

রুণু ভট্টাচার্য্য

এক জীবনে অনেক জীবন কাটে,
অতীত ভবিষ্যত বর্তমানের হাটে।
স্মৃতি বিস্মৃতির স্রোতে বহমান,
নবরূপে রসে গন্ধে ভরা এ জীবন।
আনন্দ বেদনার ফেনিল আবর্ত,
কত প্রত্যখ্যান, কত সমর্পিত মুহূর্ত।
হাজার হাজার কথা,
তীক্ষ্ণ মুখ সহস্র বৃষ্টির ফোঁটা,
যেন ঝোড়ো বাতাসের ঘোড় সওয়ার।
অন্তহীন দগ্ধ দুঃসহ দুপুর,
অস্তিত্বের গভীরে তোলে বিষাদের সুর।
প্রান্তর বিস্তৃত বিশাল শূণ্যতা,
বানভাসি জীবনের অনন্ত গভীরতা।
তবুও দর্পিত কৃষ্ণচূড়া কিংশুক,
বাতাসের সাথে করে গভীর কৌতুক।
অলক্ষ্য পাখির ডাকে ছিদ্রিত নিঃশব্দতা,
স্তব্ধ অরণ্য বাতাসে আনে বসন্ত বারতা।
তন্বীশ্যামা স্বর্ণচাঁপা বিরহ বিধুর,
ফুল্লকামিনীর শ্বেতশয্যায় সুরভিত সুর।

মোহনার ধারে

গীতা বিশ্বাস

মনে যতছিল সবটুকু শেষ হ'য়ে গেছে বলা — নাকি!
সেদিনের সেই রেশ ধ'রে কিছুকথা রয়ে গেল বাকি
বকেয়া সেকথা এখন কি হ'তে পারে,
জীবন যখন প্রায় মোহনার ধারে!
যদি সেই কথা ভোরে ফোটা ফুলে শিশিরে জড়িয়ে রাখি
জীবনযাপন আলোকিত ক'রে মুছে দেবে সব ফাঁকি?
সে সব কথারা নেপথ্যে থাকা অভিলাষে দূরে সরে
অথচ তাদের আনাগোনা দেখি উদাসীন অবসরে।
স্বরূপ যাদের কলমে পড়েনা ধরা
মায়াসঞ্চারী কায়াটি যায়না গড়া।
আভাস বোঝাতে, থাকা না থাকার জলছবি আঁকি ঘরে
ওরা সত্য মিথ্যের যাবতীয় বোধ লহমায় ভাঙে গড়ে।

রি-ইউনিয়নের গান

আমাদের এই রি-ইউনিয়ন
হেথায় কেউ নয় পর সকলেই আপন।
সবারে মোরা করি সমাদর
সমাগতদের একই কদর।
রি-ইউনিয়ন রি-ইউনিয়ন।।

প্রাক্তণীদের মহামিলনে
বাঁধা পড়ুক সবাই ঐকতানে।
তাদের মাঝে যেন পরেনা ফাঁক
প্রেমের বাঁধনে সবে ধরা থাক।

বাইরে সবাই জোয়ার পানে
উজানে বায় না যেন ভাঁটার টানে।
বন্ধুরে, বন্ধুরে, বন্ধুরে, বন্ধুরে।।

একই মন্ত্র এক পরান
কলেজমঞ্চে সমর্পিত প্রাণ
বন্ধুরে, বন্ধুরে।।

কথা : মঞ্জুলিকা সরকার
সুর : শীতল সাহা

অগ্নিপথ

শ্রী দীপঙ্কর দাস

আগুনটা ভেতরে ছিলই —
আঁচটা টের পাইনি সেদিন।

আজ যখন আগুন লাগল
বাইরেটায়
তখন
ভেতর থেকে কেউ যেন
হাঁক দিল —
'ওঠো, জাগো,
উসকে দাও আগুনটা
এবার,
এটা জানবে
আগুন দিয়ে আগুন
নেভাতে হবে।'

APPENDIX

TWO OF THE MESSAGES RECEIVED ON THE OCCASION OF THE CENTENARY OF THE KRISHNAGAR COLLEGE.

I

MESSAGE FROM THE CALCUTTA UNIVERSITY.

"The University of Calcutta offers its most cordial greetings and felicitations to the Krishnagar College on the occasion of its Centenary Celebration.

The University recalls with pleasure and gratification the great role which the College has played in the advancement of learning in the province, through its eminent Principals and teachers, of whom Capt. D. L. Richardson was the first, and also through its alumni among whom are some of the famous sons of Bengal.

The University hopes and trusts that the noble efforts of the College for the advancement of learning will be crowned with ever-increasing success as they have been in the past."

II

MESSAGE FROM MR. K. ZACHARIAH M.A. (OXON),

Director of Public Instruction, Bengal.

I should like to send my sincere and cordial good wishes for the success of the celebrations. Much has been done by old and present students and teachers and by friends of the College to establish permanent memorials of the hundred years of the work of the College. The love and loyalty of its alumni and friends which a centenary in special measure arouses are among the most valuable assets of a College and I trust that Krishnagar College will find in the centenary the impetus and spirit for a fresh and even more fruitful career.

CHANCELLOR'S ADDRESS

(Text of Speech by the Right Hon'ble R. G. Casey, Governor of Bengal, and Chancellor, Calcutta University, on the occasion of the Centenary Celebrations of the Krishnagar College on the 14th January 1946.)

To an Australian, a hundred years is a long time—and I am moved to congratulate you on the successful weathering of the first hundred years of the Krishnagar College.

I said "to an Australian"—as my country is only 160 years old since the first settlement—and 100 years to us is, in consequence, a more impressive period of time than it may be to those who live in the older countries.

I have read with great interest the condensed history of the College from its early beginnings to its present state—and how it has gradually expanded and developed till now it enjoys many, if not all, the attributes of College life. I realise that a great many people have put much thought and effort into the position that you have reached. I sense a spirit of pride and patriotism. And I applaud the public spirit of those—among whom I would particularly name that good servant of Bengal and of Nadia District, Sir Muhammad Azizul Huque—who have contributed to the well-being of the College.

I have listened with the greatest interest and profit to what your Principal, Mr. J. M. Sen, has had to say today. To let you into a secret, he was good enough to send me a copy of the text of his speech in advance, and I have had the privilege of reading it carefully before I came here. His thoughtful address has prompted some of the observations which I now propose to make.

I hope, Rai Bahadur, that you will not expect me to speak to you today on your own subject—education. I wish that I could, but I know my own limitations. Apart from having absorbed a reasonable amount of education myself -and apart from knowing what I want education to achieve—I am afraid I am rather ignorant of the teachnique of education, and how you set about what I imagine must be the appallingly difficult task of turning young human beings into educated and well rounded adults. It has always seemed to me a task deserving of the most profound admiration. In other words, like many another, I have never lost my slight but noticeable fear of a school teacher or of a professsor.

Your profession, sir, is an honourable and a meritorious one. It is one, by the way, that gets far less recognition and far less approbation

than it deserves. As has been said so often, it is more of a calling than a profession. The precise combination of virtues, qualities and restraints that are necessary to make a good teacher—much less a good Headmaster or a Principal—are rare amongst us. We can thank Heaven that a certain small percentage of men and women are so endowed with the necessary qualities and enthusiasms that they can not only perform the tasks but can withstand the disappointments and the setbacks that I have enough imagination to know you must continuously meet.

Of all the audiences that present themselves to an individual in public life I am in no doubt that, for myself, I prefer addressing an audience of young men and women to any other. Even in the limited time that I have been in this Province, I have addressed many audiences of young men, in the Universities of Calcutta and Dacca and elsewhere. Even when I broadcast over the Radio—as I do on occasion—I must admit to having the young in mind more than the old. They are the people who are about to embark on the adventure of life—about to start taking over the reins from my generation. If I have any message, it must logically be to those who have most opportunity to profit by it—if indeed there is merit in what I have to say.

Now, Sir, let me speak for a moment, of some of the many matters on which you have touched in your most interesting address. You have given us a list of the subjects that your Commemoration Volume will contain—and, if I may say so, a most embracing and catholic list it is. I would much like to have a copy of it—as a number of the subjects are of considerable interest to me. Regarding discipline your Principal deplores the increasing tendency to reject all authority and discipline. I know what he means—and I join with him in deploring it. I believe that the inculcating of a proper discipline in the home and in the schools and in the Colleges is essential in the life of any people. I do not believe that the need for discipline in the young is sufficiently appreciated in India. People seem to me to believe that to insist on discipline means being unkind to the young. For myself I believe the reverse—I believe that, in the long run, it is unkind to the child to let him indulge himself without parental and educational restraint. Discipline does not mean harshness—but it does mean guidance and restraint—a degree of curbing which is necessary for the young of any race. Otherwise the young waste their strength on objects which they lack the experience to see in perspective. I regard it as unfortunate to see a boy—often a boy of talent, spirit and imagination—allowed to behave as though he were his own judge of what he should do at his not very advanced time of life. He gets a wrong slant on himself—and he wastes his own time and other peoples' time.

I am not thinking so much about "politics"—students' "demonstrations" and the like. "Politics" are merely an aspect of what I have in mind. I am thinking more of general behaviour and outlook. Believe me, I don't want to see Bengal's youth a neat, priggish set of namby-pamby "yes sir—no sir" creatures—who haven't an idea in their heads that isn't put into them. Nor can I even imagine you in such a hum-drum disguise. Nevertheless I would like to see greater evidence of balance and discipline in your years of up-bringing. The fault—for to be frank, it is a fault—is not yours; it is, I suppose, the fault of those who have a duty by you.

I have said what I have on this subject with some diffidence. I am conscious that as Governor of this Province you will regard what I say as the words of, so to speak, an ex-officio disciplinarian. But if so, you will have mistaken me—I have spoken in a more personal capacity—as one who has knocked about the world a bit and who happens himself to be the father of two lively and not overdisciplined-children.

Again, reverting to your Principal's address, I was impressed by the sentence—"The present day problem all over the world is how can we make the most of our life". If I may say so, this is very true. It is not only true of the fortunate few who find themselves at a College such as this. It is true of the vast population of this great land. How are *they*—as apart from *you*—going to make the most of their lives? I speak of the scores of millions of people—mostly cultivators on small farms—how are they to be helped to make the most of their lives? Very truly, they are not getting much out of their lives today—and I believe that, left to themselves, they are unable to help themselves very much. They have to rely on others, more fortunately placed than themselves, to show them the way.

How then can they best be helped? Do they need orthodox education as you and I know it?—or do they need education for the sorts of lives that they will be obliged to lead for many a long year ahead? I venture to think that we have got to think in other terms than education of the normal kind for the mass of the cultivators. In the first place, it would be many years before orthodox education could be made available to them. It would take many years and a great deal of money to train the requisite number of teachers and to build the schools. And when all that is done—the germ of doubt arises in my mind whether orthodox education is what is really needed. Certainly they need to be taught how to read and write—to combat the illiteracy and consequent ignorance that is unfortunately widespread in this country—but what else do they need? One has to remember that, fast though we hope the industrial side will develop, the vast mass of

the millions of India must continue to be farmers on small individual plots of land for as long ahead as one can see. Their life and their living will be the small farm from birth to death. That is the case in the vast majority of cases—with an individual here and there breaking through, breaking upwards, and making something different, something wider, out of his life. May be those who break away from the farm will amount in total to many tens of thousands each year—but still they will be only a minute fraction of the whole.

Well, what about this majority ? I believe that a great deal can be done for them that is not, at any rate in Bengal, now being done for them—by way of teaching them how to farm better and enabling them to live better, even if we cannot, for a considerable time to come, give them the possibility of a more intellectual life.

I am one of those who has a great respect for the Bengali cultivator. Even in my relatively short time in Bengal, I believe I am right when I say that he is an individual who makes the most of the opportunities and the facilities that are available to him. It should be our aim to increase these facilities—and I believe he can be relied upon to take advantage of them. As I have said on many public occasions, I believe that we have got to make available to as many Bengali cultivators as modern engineering makes possible the benefits of perpetual irrigation water so that he can farm throughout the year—instead of throughout less than half the year—so that he can raise the maximum of crops. Double the present output from the land should not be impossible. With increased agricultural output will come better standards of nutrition and the demand and the ability to pay for artificial fertilisers and many of the small amenities of life that, through poverty, are not possible for him now. With widespread irrigation, drainage and river control will come—if we make it come—greater control of malaria—less disease and less debilitation. We must teach the cultivator better hygiene —we must make available the seeds of more fruits and vegetables. We must look after rural pisciculture so that the cultivator can have a proper supply of protein in the palatable form of fish. All these things are not only possible. We are beginning to carry them out. It may be some years before the combined results begin to make themselves felt—but it can be done—and I hope beyond anything that it will be done.

The other day I read an article in some publication to the effect that we were mistaken in laying the main stress on the development of agriculture and of the cultivators' life. It was argued that the main stress should be laid upon the development of India's mineral and industrial resources, which would, it was said, give quicker results less expensively. I am afraid that I cannot subscribe to this view.

Certainly India's industrial power should be expanded by all means possible and I know that those whose duty it is to think about these things foresee a bright future for the industrial expansion of India, and that much is being undertaken to this end. But unless the cultivator is enabled adequately to enrich himself by the fruits of the soil, how can the great mass of the people avail themselves of what the industrialist produces ? It's all very well for the industrialist to offer me a good corrogated iron roof for my house at a fair price—but what if I can't afford to pay for more than thatch ? No, the essential thing, at least in Bengal, is to lift the cultivator to a greater degree of prosperity. I have no anxieties about industry—industry will keep well abreast of demand and purchasing power, for it is a great deal easier to step-up factory production than to step-up land production.

I was led to speak of these things by the well-chosen sentence in your Principal's address in which he said—"the present day problem all over the world is how we can make the most of our lives". Well, you may say, you haven't been talking about our lives—the future of the students of Krishnagar College—we are people of education and we expect responsible employment—not to be cultivators tied to a small bit of land. But as a matter of fact I have been talking—indirectly—about what I hope will be your lives. In making the most of your lives you must include making the most of other peoples' lives. You young men of education represent the hope of India—the hope of many millions less fortunate than yourselves. If you mould Bengal merely for yourselves, the few, and think you are making the most of your lives,—instead of moulding Bengal for others, the many, and making the most of other people's lives—I believe you will not have made the most of your lives. I am confident that you do not think in this selfish, shortsighted way. In my time in Bengal I have seen great and encouraging evidence of a spirit to serve for the common good—and when I come to leave India, as I shortly shall, it is perhaps this recollection more than another which I shall regard as the best promise for the future.

With this in mind I, therefore, wish you all well—and I wish the Krishnagar College another hundred years' good fortune and useful life, in the service of the people of Bengal. It is also my pleasant duty today to declare open your new Sports Pavilion, the construction of which has been made possible by the generous donation of Mr. Seth Bhagwan Das. We all owe our very greatful thanks to him and to the general public who subscribed to make this gift to the College.

Rationality and Criteria for upgradation of Colleges into Unitary Universities

Soon after the adoption of national policy for higher education the Govt. of Tamil Nadu constituted a high power committee by G.O on 11.08.09 for the purpose of upgradation of Govt. and Govt. aided Colleges into unitary Universities. Considering the importance of the findings of the committee the Dept. of Higher Education has posted findings on the website [http://www.tn.gov.in documents/unitary-University-report pdf under the heading "Report of the Committee on upgradation of Govt. and Govt. aided Colleges into unitary Universities" for general information of all concerned with higher education. The website was searched out by Sri Dhrubajjoti Biswas who was a student of physics Hons. Course of Krishnagar Govt. College for a period of one year only.

The report is of about forty pages and contains in its first part the compelling facts and figures in favour of upgradation of affiliated colleges into unitary universities. The reported rationale for upgradation of colleges into unitary universities pointed to the fact that the upgradation of colleges into unitary universities is not an act of fulfilment of the desire of a selected few but for the all out development of the country. The said report has set criteria for consideration of a college for upgradation into an unitary university. The criteria setting points mentioned in the report show that Krishnagar Govt. College has the potentiality of fulfilling all the points for consideration of upgradation into unitary university.

In spite of these facts, Krishnagar Govt. College would be considered for upgradation or not depends solely on the initiatives taken by the concerned authorities of Krishnagar Govt. College. In this regard the community of alumnus and of present generation of students and teachers, the clites of Nadia District in general and those of Krishnagar in particular and the elected representatives of the people of Nadia have also a special role to play with the authorities of Krishnagar Govt. College.

It is expected that all of them would do their best for the upgradation of Krishnagar Govt. College into an unitary University which (upgradation) is, as pointed out in the report a crying need of the time for the betterment of higher education in and around of Nadia District.

The Alumni Association of Krishnagar Govt. College requests therefore all concerned to go through the part of the report reproduced here under and to decide an appropriate plan of actions for upgradation of Krishnagar Govt. College into an unitary university - without any further loss of time.

Dr. Dhirendra Nath Biswas
President, Alumni Association
Krishnagar Govt. College

"Report of the committee on upgradation of Govt. and Govt. aided colleges into unitary universities" placed in website http://www.tn.govt.in/documents/unitary-university report pdf. as of 5th January 2012. [Pages 1 to 12 in items 1 to 7 completely]

Report of the Committee on Upgradation of Government and Government aided colleges into Unitary Universities

Executive Summary

Responding to the decision of the Government of Tamil Nadu (Vide G.O.(1D) No:182) to go into the issues of upgradation of Government and Government Aided Colleges into Unitary Universities, the Five Member Committee constituted for this purpose (Annexure 1) has firstly analyzed in detail the rationale for upgradation of the Government and Government aided colleges into unitary universities. Secondly after examining the profiles of the existing Government and Aided Colleges in terms of eight explicit criteria, the committee has proposed a point system that can be helpful for initial ranking of the colleges for eligibility for Unitary University status.

The Committee found 150 colleges in Tamil Nadu may qualify for upgradation. The Government may decide the number it should choose for the purpose. The Committee considered seriously the representations from several teachers' associations expressing misgivings about the upgradation of colleges into universities. Therefore, the committee has suggested the procedure for evaluating the colleges for upgradation and the guidelines that should be incorporated in the Acts and Statutes to overcome the misgivings. The committee has also suggested the agenda for follow up action by the Government.

The move to upgrade colleges into universities will be an historic initiative by the Tamil Nadu Government. The present national policies offer most appropriate opportunities for this purpose which should not be missed at any cost.

1. Constitution of the Committee

The Government of Tamil Nadu in its G.O. (1D) No.182, Higher Education (K2) Department, dated 11.08.2009 appointed a High Power Committee consisting of the following members to go into the issue of upgradation of Government and Government aided colleges into Unitary Universities.

1. Dr. V.C.Kulandaiswamy Convener , Former Vice Chancellor , Anna University
2. Dr. M. Anandakrishnan Member, Former Vice-Chancellor, Anna University, Chennai
3. Dr. M. Naganathan, Member, Vice-Chairman State Planning Commission, Chennai
4. Dr. P. Jagadeesan Member, Former Vice-Chancellor, Bharathidasan University, Tirchirappalli
5. Dr. S. Baskaran Member-Secretary, Member-Secretary, Tamil Nadu State Council for Higher Education, Chennai.

The committee considered the issue in its meetings on 22nd September 2009, 13th October 2009, 28th October 2009, 14th November 2009 and 24th November 2009. The following report is based on the deliberations and decisions of the Committee in the meetings referred to above.

2. Preamble

The second half of the 20th century saw a near revolution in the role of knowledge in the development of nations. This fact can be seen visibly in the economic divide that exists between advanced countries and the developing countries. The disparity has been progressively increasing since the advent of industrial revolution in the later half of the eighteenth century. Towards the end of the twentieth century, 20 percent of the world population living in the richest countries had access to 85 percent of the world GDP, while the eighty percent of the remaining people in developing countries had access to a mere 15 percent of the world GDP: it is unbelievable, but true.

The nineteenth century also had been a century of rather gradually increasing inequity between countries in the world as a whole; the income gap between the top and bottom countries was 3 to 1 in 1820; 7 to 1 in 1870; and 11 to 1 in 1913. When we come to the 20th century, the ratio of income between the fifth of the world's people living in the richest countries and the fifth in the poorest grew rapidly – 30 to 1 in 1960; 60 to 1 in 1990; and 74 to 1 in 1997, (UNDP, 1999). During the last 10 years, some of the middle income countries have made significant progress; but there is no evidence of any substantial change in the divide.

Studies, made by the World Bank in 192 countries, revealed the following facts. For the progress and economic development of a nation:

- Infrastructure contributes to about 16%
- The natural resources account only for about 20%
- The human and social capital counts for at least 64%

In specific terms, the factors that go to make the **human and social capital** are as follows:

i. Opportunities for obtaining the highest of education in every filed of knowledge, especially science and technology.
ii. Capacity for creation of new knowledge.
iii. Ability of the people to make use of the new developments, particularly in science and technology.

We may consider the last item first. It refers essentially to the people at large being able to make use of the advanced tools, procedures and products that technology contributes. **Science and technology is not accessible to illiterate masses. It really emphazises the need for universal literacy. On this front, we have failed very badly.**

India was nearly an illiterate nation, having a literacy rate of 18.0 % when the British left. Though we realized the importance of literacy and made provision for, or promise of, free and compulsory education for the age group 6 to 14 by 1961, we did not achieve the goal even half a century after the deadline.

In 1965 a study was made to review the correlation between literacy and GNP in 34 rich countries for 110 years from 1850 to 1960. **It was observed without exception, that in every country, the threshold of economic development was nearly universal literacy.**

If we are to compare issues of development pertaining to our country with another country, we have to choose only China because of the size of population and the complexity of problems. The China has given primary importance to social sector development in the planning process since 1951. Therefore, the literacy level has reached 79% in 1978. The new economic reforms introduced during the post Mao period also gave thrust to education. China has attained 93% adult literacy and 99% attendance in the Primary School Level in 2007. (UNESCO) But in India even in 1981 the literacy percentage was 43.6. i.e., more than half the population was illiterate. Even in 1991, when we adopted the new economic policy, the literacy rate was 52.2% i.e. still nearly half the population was illiterate. In other words, in China people were prepared to avail themselves of the new economic policy adopted by the Government; but in India people were not fully prepared for deriving optimum benefit from the change in Government policy. Any new policy will yield results only to the extent that the people are prepared to make use of it. Economic progress and creation of wealth are possible only if the productivity of the people at large increases, and increase in the productivity of the masses is significantly related to the literacy level of the nation. **It is a sad fact that, whatever be the reason, we have failed the nation in achieving universal literacy.**

3. Higher Education in India

Our concern in this report is essentially higher education. We touched upon primary education briefly for the sake of continuity. As stated earlier, we have to deal with:

i. Opportunities for obtaining the highest of education in every field

ii. Capacity for creation of new knowledge

The two objectives stated above, belong to the realm of higher education. It is necessary therefore, to review the state of higher education in India. Higher Education, all over the world – whether in advanced countries or developing countries, including those in African Continent – is in universities. Colleges, if any, are only the constituent colleges of the universities themselves.

The universities generally are large ones in terms of area, infrastructure, student numbers and faculty strength. They can afford to have big libraries, central computing facilities besides departmental units, laboratories with some of the most modern tools and class rooms fully equipped with all the support that educational technology could offer to enable effective instruction and communication.

The universities in general are provided, with different levels of adequacy, all the prerequisites for the traditional responsibility of:

- Preservation of knowledge
- Communication of knowledge
- Creation of new knowledge and in the recent decades,
- Extension activities

We do not mean to say that every university is a Harvard or Oxford. That class is few in the whole world but the fact is that even a humble university has an atmosphere of enquiry, investigation, seminars and conferences. Centres of advanced study and schools of excellence, positions of Deans, Directors, Professors, Readers and Research Scholars are a part of the university culture, however modest the university may be. All the faculty members are expected to do research as part of their normal duty. All over the world, only the university or university level institution is the place of higher education.

When we come to India, we see a different – totally different – world of higher education. The affiliating system and the affiliated colleges are unknown in the rest of the world. They are confined to what was in the past, the British India. Even as early as the beginning of the 20th century, Lord Curzon, the then Viceroy, frowned at the continuance of the obsolete, anachronistic affiliating system and referred to it as the servile adherence to a practice copied from the London University which itself has given it up. He initiated steps for research in universities and for a move towards establishing unitary universities. In a disapproving tone, he expressed the apprehension that it may be long before the affiliating system disappears. But unfortunately, the affiliating system did not even decline, much less disappear, but has been growing in increasing numbers year after year throughout the 20th century. In every commission or committee report, including the New Policy on Education
[NPE 1986] the unfavourable features of the affiliating system have been mentioned.
The NPE [1986] states as follows:

In view of mixed experience with the system of affiliation, autonomous colleges will be helped to develop in large numbers until the affiliating system is replaced by a freer and more creative association of universities with colleges. Similarly, the creation of autonomous departments within universities on a selective basis will be encouraged.
[para 5.28].

The objective mentioned in the above policy observation i.e., "until the affiliating system is replaced by a freer and more creative association of universities with colleges" deserves attention. What has been contemplated is the **"replacement of the affiliating system".** This statement was made in 1986 when the

affiliating colleges were a little over 5000. Now, the number is 22064 as of 31.3.2008. **The really sad fact is that in the field of higher education our practice had no relation, whatsoever, with the recommendations of the learned Committees and Commissions including the National Policy [1986] approved by the Parliament. Consequently we find ourselves left with a system, so different and so deficient in comparison with the practice in the rest of the world as a whole. An unplanned evolutionary growth has continued unchecked in the field of higher education.**

4. Economic Development and GER

We may now analyse the adequacy of the system to meet the goals of development we have set for our nation. It has been established from the experience of advanced countries that there is fairly well defined correlation between economic development and the age group of youth [GER] that receives higher education. (Fig.1)*

- The World Bank, 2002, p.46
- **(Graph)**

We propose to reach the status of a developed nation by 2020, whatever the term 'developed' means in economic standard and quality of life. It is estimated that for the state of development contemplated, we must have atleast 20% of the youth in the corresponding age group in the university system. Now the figure is 10% or 11% and this must reach 20% by about 2020. **It means that the admission strength we have reached in a period of about 150 years will have to be doubled in a matter of 10 years.**

Really a formidable task but an absolute necessity if we mean seriously our development goal in 2020. The issues involved in higher education therefore are:

- Increase in quantity
- Improvement in quality
- Promotion of research

I Universities and University level institutions [31-3-2008]

Table – 1

S. No.		Union*	Tamil Nadu**
1.	State Universities	242	23
2.	Central Universities	25	-
3.	Institutes of National Importance	33	2
4.	I.I.M.s	7	-
5.	Deemed Universities	103	28
6.	Other Institutions	6	-
	Total	**416**	**53**

* UGC Annual Report 2007-2008

** Statistical handbook of Tamil Nadu issued by Dept. of Economics and Statistics

II. Affiliated colleges (22064)

If we are to double the intake in tertiary education we have to i. increase the number of institutions by establishing new ones ii. increase the admission strength in the existing institutions by strengthening and expanding them.

A review of the institutional facilities so far created and listed above, would show clearly that barring technology and management, we have concentrated in the fields of Sciences and Social Sciences predominantly in producing undergraduate and postgraduate students at Master's degree level. **The enormous number of affiliating colleges are – most of them – nearly tutorial institutions preparing the students for the undergraduate examinations. Strictly speaking, we do not have a higher education system that conforms to international practice in institutional structure. It is obvious that we have to, over a period of time, on a planned basis, move higher education which is now, mostly in the affiliated**

colleges to universities predominantly, if not completely. This is an inevitable requirement to ensure that higher education in India finds its place in its natural location where it will have the soil, the air, the salt and water for its sustenance and growth.

The present position is as follows: [31.03.2008]*
- 90.34% of the undergraduate students are in the affiliated colleges.
- 66.84% of the postgraduate students are in the affiliated colleges.
- 84% of the faculty are in the affiliated colleges.
- 13.0 % of research scholars are in affiliated colleges.

It may be seen from above that while the research scholars in affiliated colleges constitute only 13.0%, and 67% of postgraduate students are in the affiliated colleges. The research scholars in universities account for 87% while the postgraduate students are only 33% of the total. It means that substantial number of postgraduate students are in institutions that do not have so far regular professorial and reader positions and also adequate provision for high level research.

5. Higher Education and Research

It is known that whatever basic research is done in the world as a whole, it is mainly in the universities and one does not think of higher education without the participation of professors. The affiliated colleges, as a rule and in the whole country, do not have so far, sanction for Professors. Even a Reader is not a prerequisite. A Selection Grade Lecturer, if he acquires a doctoral degree and satisfies certain requirements, can be designated as Reader. This provision is more to meet the claims of individuals who are qualified for a more appropriate academic designation than to meet any academic requirement of the institution.

Our affiliated colleges – most of them – as of now are in their academic status, with faculty positions being only different grades of lecturers, are really in a place between
a meritorious higher secondary school and a modest university department. It may be seen from the fact that out of 22064 colleges, only 6773 are eligible for receiving support from UGC under sections 2(f) and 12(B).

The provision for post of Professors in the latest pay commission report, if implemented, may ensure marginal improvement. **All of us in the committee who are themselves teachers sincerely and strongly feel that it is the teaching community that should demand, in all seriousness, that the quality of undergraduate education, which constitutes the predominant component of university education, is upgraded to stand comparison with undergraduate**

* UGC Annual Report 2007 - 2008

degrees from any university. The natural path for upgradation of the quality of U.G education is for the colleges to climb up the slopes to reach the level of a university. If it means obstacles and problems in the journey, the teachers must demand that the Government overcomes the obstacles and solves the problems in an acceptable manner and not give up the journey and continue to remain where we are. The destination has to be university campuses for higher education over a period of time.

We now come to postgraduate education. Postgraduate education all over the world, even in the humblest of African countries, does not take place in an institution
- where there is no organised research
- where there are no positions of Professors and Readers with research responsibilities.

We have in India, as already stated, 67% of the postgraduate students in the affiliated colleges where there is no organized research; where there are no Professors, no Readers so far by requirement. **The near absence of research can be seen from the fact that only 13% of the research scholars are in the affiliated colleges and 87.0% are in the universities. But when we consider P.G. education 67.0% of the students are in affiliated colleges and only 33.0% in the universities.** The abnormal and academically unacceptable situation in India is obvious and we cannot improve higher education without a massive change in the structure. **This problem is essentially academic in nature and it is for the academic community to take the leadership and suggest remedial measures and demand their implementation.** It may be mentioned here that **Kolkata University** among the three earliest universities, **and universities in Orissa did not permit till recently, postgraduate courses in affiliated colleges. Postgraduate education must be where it belongs and that is where active research exists.**

If, in a few of the affiliated colleges, there is some semblance of research, it is only because of the enthusiasm and interest of some of the teachers and the initiative of a few of the managements. The research guidance does not count for the assigned work; it has to be therefore over and above the allotted hours of work.

We are aware that there are teachers in some colleges qualified enough to be professors but they are not Professors because there is no professorial position so far in affiliated colleges. We sincerely feel that it is for the community of teachers to demand the upgradation of enough institutions to offer opportunities for those teachers who are qualified and can successfully compete for Professor positions.

There are academics qualified to be Professors: and there are a large number of postgraduate students, who must necessarily pursue their studies in an atmosphere of active research. But the teachers have so far been condemned to be Selection Grade Lecturers or Selection Grade Lecturers designated as Readers and retire in that position simply because they are in affiliated colleges and not in universities. A professorial position, even if it exists, will not claim recognition in the academic world, unless there is research record. Either the issue is one of career opportunities on a large scale for deserving and qualified academics or proper atmosphere for instruction, experiment and effective research guidance for postgraduate students, the realistic and practical answer is the creation of more universities.

We may come to the state of research in India and higher education.
Studies have established conclusively that strong relationship exists between university research and industrial research. Research output has a bearing on industrial development. It has been observed that the top seven countries [G-7] In economy are also the top seven countries in research publications. In the foregoing paragraphs we have also referred to the fact that creation of new knowledge is one of the major factors for development. In the earlier days, it was possible to buy new technology; borrow new technology; enter into agreements to adapt technologies developed elsewhere. In a conference organised under the title **Science**

Summit at Bangalore in 2000 at the initiative of Bharat Ratna C Subramaniam, the following information was given by Dr. P. Rama Rao, former secretary, DST, based on an estimate that emerged in a discussion meeting. In the technologies that we used in India, the foreign components were roughly as follows:

i. Foreign technology used without alteration – 50%
ii. Foreign technology modified and adapted to suit our need – 45%
iii. Indigenous technology – 5%

The information, we realize, pertains to the period close to 2000 and we have made significant progress since then. It is however clear that we still have a long way to go, and in the unfolding competitive global market, no country will now sell or lend us modern technology. As already mentioned, we have to substantially improve our capacity for innovation and generation of new technologies. **These developments certainly demand a new era of pervasive innovative effort, advanced studies and research at the frontiers of knowledge in a number of universities comparable to the best in the world.**

We do realize that over the years our research record has suffered a setback. We do not want to go into details on this issue; but the following brief information will be adequate to illustrate the point made about our weakness in scientific research. It is said that in scientific research we were light yeas ahead of China in 1980, but over the years, we have lost the lead and fallen behind rather badly as may be seen from the following record of publication of research papers with citation.

Table - 2

Research Papers with Citation

Year	India	China
1980	10606	692
1990	11563	6991
2005	25227	72362

Table - 3

Indexed Research Papers 2005

	India	China
Materials science	1634	7091
Computer Simulation	796	6873
Applied Physics	802	3823

In terms of research manpower also, in absolute terms, China far exceeds India as seen from Table 4:*

*Pawan Agarwal, **Indian Higher Education,** Sage Publications, New Delhi – 2009. p. 257.

Table - 4

Countries Researchers Per Million of Population

Total Numbers		
USA	4605	1,316,951
Japan	5287	6,75,678
Germany	3261	2,69,032
China	708	8,59,380
India	119	1,28,464

The impressive research record of China after 1990s can be seen from Fig.2**

Based on SCI/SSCI, Ronald N. Kostoff and his colleagues have analysed and compared the science and technology (S&T) literature of India and China. The study noted the dismal state of scholarly publication from India and added*** that ***in 1980, India was light years ahead of China in volume and breadth of published research. For almost two decades, India's research output production stagnated. During that period, China's research production***

increased exponentially. Presently, China outperforms India substantially both in quantity and quality (as measured by the impact factor and relative citations of research output). The gap is widening and shows no sign of abating, if present research policies are continued. (Kostoff et al, 2007)

(Graph)

** Pawan Agarwal, p.241.

*** Pawan Agarwal, p.262.

In all advanced countries, university is the cradle of basic research, and that forms, ultimately the foundation for applied research. In the domain of higher education we have badly failed India in research and knowledge generation. In the World Bank's Knowledge Economy Index [KEI]. India's recent rating is 2.71 and it is lower than even the global average of 5.59 and well below that of advanced countries rating which is 8.5.

The share of higher education in total research expenditure in the nation will give us an idea of the anemic state of university research. It is found that most countries spend a significant amount of their research budget through educational institutions. It may be seen from the figures given below that the share of educational institutions is very much low in India**.

India	**4.1%**	**China**	**10.0%**
USA	**17.0%**	**U.K.**	**22.6%**
Germany	17.0%		

While spending on research as a whole is low in India, the expenditure through educational institutions is even lower.

The share of higher education in research expenditure in India is low, not because of lack of funds, but because of the inability of the higher education sector to formulate relevant projects and claim funds. **The weakness of the higher education system and the sources of the weakness are obvious. It is the university faculty that is mandated to do research. All over the world, every member of the university faculty is expected to communicate knowledge and create new knowledge, i.e. 100% of the higher education faculty is expected to be and is engaged in research. But in India, only 16% of the higher education faculty is in the universities and they alone are expected to do research.** Even this meager percentage is burdened with part of the administrative responsibilities in the affiliating system.

An urgent reform is unquestionably needed and if that is granted, it is the academic community and not the administrator who should take the responsibility, assume leadership and bring about the major reform required.

- * Pawan Agarwal: p.282

Research needs qualified manpower. We need men and women with scholarship and training in research methodology. Candidates with doctoral qualification may satisfy the minimum requirement. Production of doctoral degree holders in India is low as can be seen from the following. The National Science Foundation's [NSF] Science and Engineering Indicators, 2002, show **that in the US about 4.0 percent of the science and engineering graduates finish their doctorates, this is about 7 percent for Europe, and in India this is not even 0.4 percent.**

If we consider postgraduate education in all the subjects, only 9.26% of the total students are enrolled in P.G. courses and a mere 0.66% of the students alone are in research. These figures, are patently too low and need urgent augmentation. **It is obvious beyond dispute that unless and until we establish a system of higher education where the entire faculty members are engaged in research as part of their duty, besides teaching, we cannot become competitive in research and unless we create new knowledge and thereby enhance our capacity for modern technology and modern methods of management and productive efforts, we have no future. These are basic facts, which in our opinion, the teaching community alone is well aware of and they should take the lead to convince the administrators and political leaders that they should give the academia, the position and importance they deserve in nation building.**

There may be problems to face and obstacles to be met with. But we foresee none that the academic leaders themselves will not be able to suggest solutions. We are aware that the nation has a chain of national laboratories that are well equipped and well staffed and have been doing commendable work. But they cannot replace the university research. **The universities alone have the unique privilege of a continuous flow of young and fresh minds that are conducive to creative effort. Even if one or two in the chain have a flash of genius, there might occur a breakthrough.** The universities alone possess the kind of atmosphere and the congregation of scholars needed for free discussion, debate, enquiry and investigation in search of knowledge.

6. Increase in Number of Universities

The role of higher education in research in India is regrettably very feeble because of the prevailing structure where, as already stated, only a small fraction of the higher education faculty participates in research. We need to ensure, as an inevitable necessity, that the system permits, enables and mandates that all the members of the higher education faculty contribute to the creation of new knowledge. This will be possible only by a gradual process of bringing higher education faculty under the university set up and providing both the facilities, the stature and, where necessary, the training for the new role. The points that we made in all the foregoing paragraphs lead to the conclusion that India needs to create more universities. This is evident from the report of the National Knowledge Commission [2006] headed by Dr. Sam Pitroda and the Yashpal Committee [2009]. Both have recommended the establishment of about 1500 universities. A review of the number of universities in advanced countries will indicate the direction in which we should move.

- Japan with a population of 127 million has 726 universities
- Germany with a population of 82 million has 350 universities
- The UK with a population of nearly 60 million, which is less than that of Tamil Nadu, has 125 universities, besides colleges that can award degrees.
- The USA with a population of 276 million has nearly 2500 universities and also a large number of institutions empowered to confer degrees.

Against the above figures, **India with a population of 1100 million has only around 415 universities** which includes 103 deemed to be universities, most of which have been set up in the recent years.

7. Upgradation of Colleges into Unitary Universities

In the recent years, the decision to increase substantially the number of universities in India has crystallized and certain states and the centre have already initiated action. The strategy seems to consist of the following line of action:

1. Establishing new universities and university level institutions by the Government of India all over the country.
2. Establishing new universities by the State Governments.
3. Establishing universities by upgrading deserving colleges.
4. Establishing new universities by private providers.

In this report we are concerned with upgrading deserving colleges into universities. Creation of universities by upgrading some of the deserving colleges suggests itself as an obvious strategy.

The British Government appointed a Committee on Higher Education in 1961 under the Chairmanship of Lord Robbins to consider the issue of expanding and upgrading higher education facilities. The Committee submitted its report in 1963. The important recommendation of the committee is stated as follows:

The report recommended immediate expansion of universities and that all Colleges of Advanced Technology should be given the status of universities. Consequently, the number of full-time university students was to rise from 197,000 in the 1967-68 academic year to 217,000 in the academic year of 1973-74 with "further big expansion" thereafter.

In pursuit of the recommendation of the Lord Robbins Committee, the Government continued to expand the university system, **all by upgrading the existing colleges.** The universities were more than doubled. Excepting the **U.K.**

Open University, all the new universities in the U.K. were established by upgrading the existing colleges of Advanced Technology and other institutions as universities. The Yashpal Committee also mentions that at least 1500 colleges in India would qualify for upgradation. Tamil Nadu itself had in the past a happy experience in upgrading colleges into universities.

- The Agricultural College Coimbatore was transformed to the present Tamil Nadu Agricultural University. It is now one of the best Agricultural Universities in India.
- The College of Engineering Guindy, in collaboration with three more colleges was upgraded to form the Anna University, which is to-day one of the centres of excellence in Engineering and Technology
- The former Veterinary College is now the Veterinary and Animal Science University.

In all these cases, the change has been a great success and was brought about without giving room for any legitimate grievance for the faculty or staff or students.

There is now, emerging in India, an atmosphere of massive change and development in higher education. The reports of the National Knowledge Commission and the Yashpal Committee, both have unequivocally recommended a massive increase in number of universities and this recommendation has met with approval, almost at all levels. While discussing the strategy to be followed, both these reports have uniformly recommended
upgradation of colleges that deserve to become universities. The reasons are obvious.

We have established over a hundred and fifty year period [as of 31.03.2008] 242 state universities and 25 central universities besides 22,064 Colleges. We now face a situation when in the next 5 to 10 years we have to establish at least an additional 1000 universities – a really gigantic and formidable task by any standard. We have to achieve this objective, if the nation is to qualify for developed status by 2020. It is really the ambition we cherish and the hope that we have raised in the minds of the people. It is also the image we have projected to the world. We cannot afford to fail and in achieving this objective the very first requirement is reaching the threshold in literacy and higher education. It used to be said as a matter of routine or even as cliché that the battle of development is to be fought in the laboratories and class rooms of educational institutions. In all reality the task faces us, the academics, without any exaggeration. We, the, members of the committee, all of us without exception, have been teachers and we do see the problem in its full perspective.

Upgrading the colleges on a selective basis, to increase the number of universities has been suggested almost by everyone discussing the subject. It has been observed from the experience of nations that it is not only the big ideas and great innovations that count for development, but also the large number of small ideas and humbler innovations from among institutions engaged in knowledge generation and spread over the country really matter too. Every college, upgraded and endowed with additional man-power and
infrastructure appropriate for a university institution, will soon develop into a source of knowledge generation. Creation of opportunities is the beginning of generation of results. We also have among the colleges:

- **Institutions in the middle of big cities with campuses of large areas for future development which we may never be able to acquire in future**
- **Institutions that have over the years established a reputation for themselves among the members of the public for good performance**
- **Institutions that have buildings associated with people and events in history that may inspire generations of students**
- **Institutions that have faculty members who, of their own interest, built up laboratories and research facilities even though research is not contemplated as one of the mandated functions of affiliated colleges**
- **Institutions where generations of great teachers have built up enduring traditions, an atmosphere of**

study and history of good academic record

• Institutions that for all intents and purposes already resemble a university.

Some of the factors mentioned above are virtues that cannot be created overnight, borrowed or bought or imported from elsewhere. **No legacy that our ancestry leaves behind is as valuable as an educational institution with a great tradition behind it.**

There are number of institutions with claims for upgradation, by virtue of their history, tradition, image, standing and tangible contributions. With marginal improvement in infrastructure and manpower they will be able to fulfill the essential features expected of a university in a short time. It may be pointed out that a university is not merely an institution that is just bigger than a college, but it is, in institutional evolution, one generation higher. All deserving institutions must be granted that privilege when the occasion arises.

One could hardly imagine neglecting institutions waiting to be declared as universities, and think of investing money, and building all new universities. It is certainly realised that we may have to necessarily build a few new universities also. It would need acquiring land, constructing buildings, developing libraries and laboratories, recruiting and training staff. Besides being a matter of significant expenditure, it will also take anywhere from 5 to 10 years, for full development, but we have to reach a figure of 20 for GER in the next 10 years.

These have to be naturally next in preference to upgrading the existing institutions that have the necessary potential. This fact has been amply demonstrated by the decision of the British Government for implementing the Lord Robbins Committee Report.

As regard to the mode of application for upgradation of Colleges in unitary Universities the report status :

"... ...

In the case of Govt. Colleges, The management represented by the Director of Collegiate Education who may, in consultation with the Government, submit proposal. In the case of the Govt. aided Private Colleges either the trust on the society administering in Colleges, will have to submit proposals."

কৃষ্ণনগর রাষ্ট্রিয় মহাবিদ্যালয়ের কিছু স্মৃতি

প্রশান্ত কুমার মুখোপাধ্যায়

১৯৬৬ সালে আমি কৃষ্ণনগর রাষ্ট্রিয় মহাবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম। সময়টা ছিল আগষ্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহ বৃহস্পতিবার তারিখ বিস্মৃত। অফিস ঘরের পার্শ্বে ১০ নম্বর কক্ষে অধ্যাপনারত ছিলেন অধ্যাপক শ্রী প্রদীপ কুমার মজুমদার। অনেক পরে ইনি এই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ক্লাস শুরু হইবার কিছু বিলম্বে আমি অধ্যাপকের অনুমতি সাপেক্ষে শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলাম। প্রথম দিনই ঐ মহাবিদ্যালয়ের বিশাল বিশাল থাম এবং মহাবিদ্যালয়ের সুবিশাল গৃহ দেখিয়া অত্যন্ত স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। অতএব অত্যন্ত দুরু দুরু হিয়ায় শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলাম। আলোচনার বিষয় ছিল সাহিত্যদর্পন (দশম) অর্থাৎ অলঙ্কার বিষয়ে। অন্যান্য ছাত্রছাত্রীগণের মধ্যে আমার প্রতিবেশিনী শ্রীমতী প্রণতি মুখোপাধ্যায় ছিলেন। পরে অধ্যাপক মহাশয় যখন প্রত্যেকের নাম, অবস্থান এবং উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল জানিতেছিলেন তখন জানিতে পারিলাম শ্রীমতী প্রণতি মুখোপাধ্যায় এবং অপর এক ছাত্রী শ্রীমতী ঋতা চক্রবর্ত্তী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রেণীর সময় শেষের ঘন্টা পড়িয়াছিল। আমার সঙ্গে আরও যে সব ছাত্র সংস্কৃত সাম্মানিকে ভর্ত্তি হইয়াছিল তাহারা হইল শ্রী অসীম কুমার প্রামাণিক, শ্রী সুকুমার বিশ্বাস, শ্রী অমর কুমার হালদার এবং শ্রী জ্ঞানাঙ্কুর গোস্বামী, এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকজন ছাত্রী সংস্কৃত (সাম্মানিকে) ভর্ত্তি হইয়াছিল। সংস্কৃত বিভাগে আরও যেসকল অধ্যাপক তখন অধ্যাপনা করিতেন তাহারা হইলেন ডঃ ননীলাল সেনগুপ্ত (বিভাগীয় প্রধান), ডঃ জয়দেব গঙ্গোপাধ্যায়, পণ্ডিত প্রবর পরমশ্রদ্ধেয় শ্রী হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, পরে সংস্কৃত বিভাগে যোগদান করিয়াছিলেন ডঃ অলোক কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রী শৈলেন চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং শ্রী বঙ্কিম চন্দ্র মণ্ডল। অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রী চণ্ডিকা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। ডঃ ননীলাল সেনগুপ্ত পড়াইতেন অভিজ্ঞানং শকুন্তলম্, সিদ্ধান্ত কৌমুদী ইত্যাদি। ডঃ সেনগুপ্তর অধ্যাপনা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এবং সহজবোধ্য ছিল। অভিজ্ঞানং শকুন্তলম্ এবং সিদ্ধান্ত কৌমুদীকে তিনি ছাত্রদের নিকট জলবৎ তরলম্ করিয়াছিলেন। শ্রী হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাদের বেদ, শিশুপাল বধ, সাহিত্যদর্পণ (ষষ্ঠ ভাগ) পড়াইতেন। তাঁহার সংস্কৃতের বিভিন্ন বিষয়ের উপর জ্ঞান, ছাত্রগণের প্রতি সহমর্মিতা ইত্যাদি বিষয়ে এই স্বল্পপরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়। ডঃ অশোক চট্টোপাধ্যায় — যিনি হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অবসরের পর এই মহাবিদ্যালয়ে যোগদান করিয়াছিলেন — তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত সাহিত্যদর্পণ (ষষ্ঠ) ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টা এবং উৎসাহে ছাত্রগণ একটি সংস্কৃত নাটক অভিনয় করিয়াছিল। তিনি কালিদাসের 'মেঘদূত' হইতে আবৃত্তি করিবার জন্য ছাত্রগণকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেণীতে সংস্কৃত পাঠদান অত্যন্ত মনোরম এবং সহজবোধ্য ছিল। অধ্যাপক প্রদীপ মজুমদার অত্যন্ত দক্ষতার সহিত সংস্কৃত ভাষাতত্ব, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস মনুসংহিতা, রাজবাহন চরিত প্রভৃতি বিষয় অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। শ্রী শৈলেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র মণ্ডলের অধ্যাপনা সহজবোধ্য ও মনোরম ছিল। অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্যে যেসব অধ্যাপকগণ বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য ছিলেন তাঁহারা হইলেন ইংরাজী বিভাগের অধ্যাপক অরুণ চৌধুরী, তিনি আমাদের 'জুলিয়াস সীজার' পড়াইতেন, অত্যন্ত নাটকীয়তার সহিত তাঁহার পাঠদানকে ছাত্রগণের নিকট চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছিলেন। বাংলা বিভাগে ডঃ সুধীর প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ও অজয় কুমার ঘোষ কুশলতা এবং বাগ্মিতা সহকারে পাঠদান করিয়া ছাত্রদের মন জয় করিয়াছিলেন। দর্শন বিভাগে অধ্যাপক হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপকরূপে ছাত্রগণের মন জয় করিয়াছিলেন। ইংরাজীর বিভাগীয় প্রধান সরোজ মজুমদার ছাত্রদের 'আব্রাহাম লিঙ্কন' নামে একটি নাটিকা পড়াইতেন। একবার Part-I পরীক্ষার সময় পরিলক্ষিত হইল মহাবিদ্যালয়ের বহু ছাত্র-ছাত্রী নন কলিজিয়েট হওয়াতে মহাবিদ্যালয়ের মারফৎ বিশ্ববিদ্যালয় নন্ কলিজিয়েট ফি জমা দিতে হইবে। তখন এই কারণে ছাত্রগণ অসন্তোষ প্রকাশ করে ও শ্রেণী বয়কটের মাধ্যমে প্রতিবাদে মুখর হইয়াছিল। আমি অধ্যক্ষ চণ্ডিকা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট তীব্র আপত্তি ও প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম ইচ্ছা থাকিলেও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে ছাত্রগণ শ্রেণীতে যোগদান করিতে পারে নাই এবং এইজন্য ছাত্রগণ মোটেই দায়ী নয়। সুতরাং ছাত্রগণের নিকট হইতে নন্ কলিজিয়েট ফি আদায় করিলে তাহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে। পরে কর্তৃপক্ষ — College fund হইতে ছাত্রদের তরফে বিশ্ববিদ্যালয়ে এই নন্ কলিজিয়েট ফি জমা দিয়াছিল। যদিও আমি নিজে নন্ কলিজিয়েট ছিলাম না।

রসায়নে নোবেল জয়ের শতবর্ষ

পীযূষ তরফদার (রসায়ন সাম্মাণিক ১৯৬৪-৬৭)

প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান রসায়ন বিভাগ

১৯১১ সালে বিজ্ঞানী মাদাম কুরী রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেলেন । ঐ দিন স্মরণ করে গত বছর ২০১১ সালে বিশ্ব জুড়ে রসায়নে নোবেল জয়ের শতবার্ষিকী উদযাপিত হল । রসায়নশাস্ত্রে যুগান্তকারী এক আবিস্কারকে স্মরণ করে গত বছর নভেম্বরের ১৫-১৬ তারিখে কলকাতার Saha Institute of Nuclear Physics পালন করল International year of Chemistry 2011.

১৮৯৮ সালের জুলাই মাসে Paris Academy of Science পত্রিকায় মাদাম কুরী ও পিয়েরে কুরী লিখলেন "A new radioactive substance contained in Pitchblend" মাদাম কুরী নিজের জন্মভূমি পোলান্ডের নামে মৌলটির নাম দিলেন পোলোনিয়ম । কয়েক মাস পর, ডিসেম্বর ১৮৯৮ সালে একই পত্রিকায় লিখলেন "A new highly radio active substance contained in pitchblend" নতুন মৌলটির নামরকণ করলেন রেডিয়াম । আবিস্কৃত মৌলদুটির রাসায়নিক ও ভৌত ধর্মের পরীক্ষা করবার জন্য টিনের ছাউনি দেওয়া স্বল্প পরিসরের এক পরীক্ষাগার পেলেন । সেখানেই পদার্থের চুম্বকীয় ধর্ম নিয়ে গবেষণা করছিলেন কুরী দম্পতি । অপর এক পরীক্ষাগারে পদার্থের স্বতঃ বিকীরন নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিলেন হেনরী বেকারেল নামে অপর এক বিজ্ঞানী । এই তিন গবেষকের গবেষণার ফল ভবিষ্যতে মানব কল্যাণে সহায়ক হবে মনে করে ১৯০৩ সালে পদার্থবিদ্যায় যুগ্ম ভাবে নোবেল দেওয়া হল মাদাম কুরী, পিয়েরে কুরী ও হেনরী বেকারেলকে । পুরস্কারের অর্দ্ধেক অর্থ পেলেন বেকারেল এবং বাকী অর্দ্ধেক দেওয়া হল কুরী দম্পতিকে ।

মৌলিক পদার্থের স্বতঃ তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে গবেষণা চলতেই থাকল । মানবদেহে তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাব এবং মারন রোগে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার নিয়ে গবেষণার কাজে তাঁর স্বামী পিয়েরে কুরীকে

সঙ্গে পেলেন মাদাম। দুজনে গবেষণার কাজে ডুবে গেলেন । পরীক্ষাগারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিজেদেরই করে নিতে হচ্ছে । এ-জন্য বিপুল ব্যয় ভার সামাল দিতে পিয়েরে কুরী ছুটছেন দেশ বিদেশের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আংশিক সময়ের শিক্ষকতার কাজে । অবসর বলে কিছুই নেই । বেশীর ভাগ সময়ই কাটে গবেষণাগারে । সাইকেল চালিয়ে ঘুরে বেড়ানোর নেশা ছিল দুজনেরই - সময় পেলেই সাইকেল নিয়ে দুজনে বেড়িয়ে পড়তেন ভ্রমণে । খেয়ালই থাকত না সময়ের । চলতে চলতে আলোচনা চলত গবেষণার বিষয় নিয়ে । কিন্তু কে জানত সাইকেল চালানোর নেশাই কেড়ে নেবে পিয়েরে কুরীর অমূল্য জীবন । এক সাংঘাতিক সাইকেল দুর্ঘটনা । ১৯০৬ সালে এক বৃষ্টি ভেজা দিন । পিয়েরে কুরী আপন মনে মাথায় ছাতা ধরে সাইকেলে চেপে পরীক্ষাগারের উদ্দেশ্যে চলেছেন । পিছন থেকে আচমকা এক চার চাকাওয়ালা ঘোড়ায় টানা গাড়ীর ধাক্কায় নীচে পড়ে গেলেন, মুহূর্তে ওই গাড়ীর চাকায় পিয়েরে কুরীর মাথা গুড়িয়ে গেল । থেমে গেল নোবেল জয়ী এক বিজ্ঞানীর পথ চলা ।

স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন ঠিকই কিন্তু মাদামের গবেষণার কাজ থমকে যায়নি । ধীরে ধীরে শোক ভুলে গবেষণার কাজে গভীরভাবে মনোনিবেশ করলেন । পিচব্লেন্ড থেকে রেডিয়াম পৃথক করতে সফল হয়েছেন । বিরামহীন পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে তাঁরই আবিস্কৃত তেজস্ক্রিয় মৌল দুটি নিয়ে । বিশেষতঃ তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের পৃথকীকরণ পদ্ধতি ও চিকিৎসায় এদের ব্যবহারিক প্রয়োগ করে সফল হয়েছেন । চিকিৎসাক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল । ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হল কুরী থেরাপি । তাঁর তত্ত্বাবধনা নিওপ্লাজম চিকিৎসায় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার প্রথম শুরু হয় । রসায়ন শাস্ত্রে এমন আবিস্কার নোবেল কমিটি দ্বারা সম্মানিত হল । ১৯১১ সালে মাদাম কুরীকে রসায়নে এককভাবে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হল । এ-এক বিরল কৃতিত্ব । বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও একমাত্র মহিলা বিজ্ঞানী যিনি দুবার নোবেল পদক পান দুটি ভিন্ন বিষয়ে অবদানের জন্য মাত্র ৮ বছরের ব্যবধানে । নোবেল জয়ে এমন কৃতিত্ব প্রাপকের আশায় আমরা আগামী দিনের দিকে তাকিয়ে থাকব ।

Krishnagar Govt. College Alumni Association
Krishnagar Govt. College
Krishnagar, Nadia, West Bengal

Receipts and Payments Accounts for the Financial Year 2010 – 11

Receipts	Amount in Rs.	Amount in Rs.	Payments	Amount in Rs.	Amount in Rs.
Admission Fee for new membership	1450.00		Publication and Printing	3918.00	
New Membership Subscription	2700.00		Cultural Program	1700.00	
Life Membership	2000.00		Entertainment	11058.00	
Renewal of Membership	4200.00		Miscellaneous		
Delegation Fee	6800.00				
Spl. Donation/ Advertisement	5000.00	**22150.00**			**16676.00**
Excess Expenses over collection			Excess over expenditure		**5474.00**
Check Total		**22150.00**			**22150.00**

Receipts and Payments Account s for the Financial Year 2011 – 12

Receipts	Amount in Rs.	Amount in Rs.	Payments	Amount in Rs.	Amount in Rs.
Admission Fee for new membership			Publication and Printing	7046.00	
New Membership Subscription			Cultural Program		
Life Membership			Entertainment	40.00	
Renewal of Membership	500.00		Miscellaneous		
Delegation Fee					
Spl. Donation/ Advertisement	3500.00	**4000.00**			**7086.00**
Excess Expenses over collection		**3086.00**	Excess over expenditure		
Check Total		**7086.00**			**7086.00**

Treasurer **Secretary**

Krishnagar Govt. College Alumni Association
Krishnagar Govt. College,
Krishnagar, Nadia , West Bengal
Cash Balance Journal (Progressive from Jan'09 to 30.11.2011

From	To	Particulars	Deposit	Expenses	Balance	With Bank	In Hand
1.08.2006	**31.12.2008**	As per audited Balance Sheet	13600.00	5608.00	7992.00	7950.00	42.00
01.01.2009	**31.03.2009**	Intt./ Bank charges	32.00	55.00			
		Total collection/ Expenses	26250.00	22946.50			
		Progressive Total	**39882.00**	**28609.50**	**11272.50**	6527.00	**4745.50**
01.04.2009	**31.03.2010**	Intt/ Bank Charges	250.00				
		Total collection/ Expenses	29440.00	32940.00			
		Progressive Total	**69572.00**	**61549.50**	**8022.55**	6077.00	**1945.50**
01.04.2010	**31.03.2011**	Intt/ Bank Charges	211.00				
		Total collection/ Expenses	22150.00	16676.00			
		Progressive Total	**91933.00**	**78225.50**	**13707.50**	9098.00	**4609.50**
01.04.2011	**30.11.2011**	Intt/ Bank Charges	146.00				
		Total collection/ Expenses	4000.00	7086.00			
		Progressive Total	**96079.00**	**85311.50**	**10767.50**	10644.00	**123.50**

Balance in UBI, Krishnagar SB A/c No.0215010448604 = Rs.10644.00
Cash with Treasurer ... = Rs.123.50

President **Secretary** **Treasurer**

Expenses for the Fin. Year 2010-11

Date	Vr. No.	PARTICULARS	AMOUNT	Pub & Prtg	Cultural Prog	Postage	Entertainment	Miscellaneous	REMARKS
12.10.201	1	Tea and snacks for Meeting	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	
10.12.201	2	Cost of Photographs paid	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23.12.201	3	Tea and snacks for Meeting	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	
1.02.2011	4	Tea and snacks for Meeting	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	
1.2.2011	5	Tea and snacks for Meeting	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	
19.02.201	6	Publicity through Sound System	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19.02.201	7	Paper for Photocopies	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20.02.201	8	Floral Decoration	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
20.02.201	9	Sound System for Cult. Prog	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
20.02.201	10	Cost of Bags for Alumni Present	2400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24.02.201	11	Tiffin, Tea, Lunch etc.	10625.00	0.00	0.00	0.00	10625.00		
		Total-	**16676.00**	**3918.00**	**1700.00**	**0.00**	**11058.00**	0.00	

Expenses for the Fin year 2011-12

Date	Vr. No.	PARTICULARS	AMOUNT	Pub & Prtg	Cultural Prog	Postage	Entertainment	Miscellaneous	REMARKS
9.04.2011	1	Cost of Photographs paid	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29.04.2011	2	Tea and snacks for Meeting	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	
29.04.2011	3	Publication Souvenir etc.	6446.00	6446.00	0.00	0.00			Cash + Chegu
		Total -	**7086.00**	**7046.00**	**0.00**	**0.00**	**40.00**	**0.00**	

With Best Complements From :-

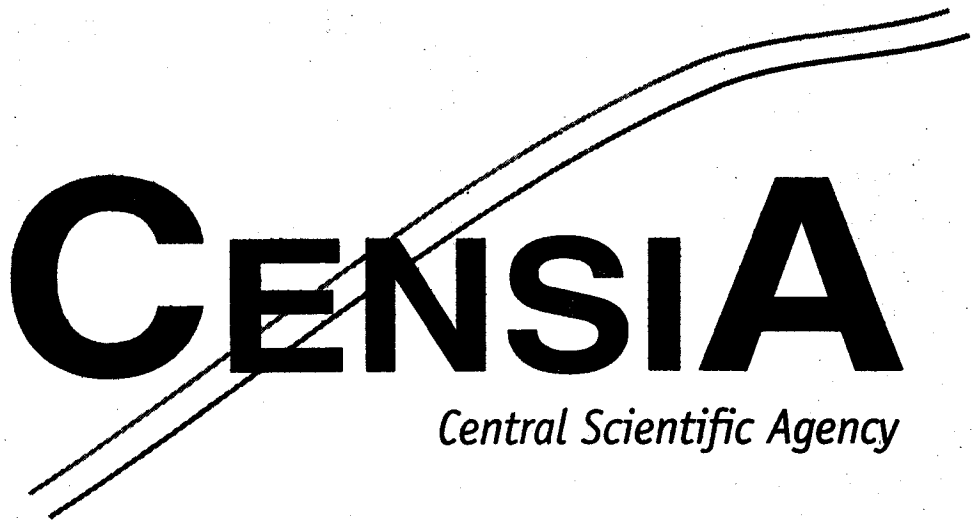

Manufacturer and Dealers in :

Incubator, Hot Air Oven, B.O.D. Laminer Air Flow
Furnace, EGGINCUBATER Etc & All Scientific Requisities For –

University, College, School, Agriculture,
Industry, Survey, Vaterinery, Laboratories.

BELGHARIA, P.O. PRITINAGAR
DIST. NADIA. PIN - 741247
We repair all kinds of microscopes & instruments
SHOW ROOM :-
J. ROY ENTERPRISE, 15, SHYAMACHARAN DEY STREET
KOLKATA - 700 073

OFFICE & FACTORY
Tele No. : 9333512217, 9434505100, 9434505136
Showroom : 9433111215, 9830377425

With best wishes from :

BITHIKA SCIENTIFIC INSTRUMENTS

Prop. ***Subimal Halder***

We Deals in :–

- SCIENTIFIC INSTRUMENTS AND CHEMICALS
- HI-MEDIA S. R. L.
- SURVEYING CIVIL ENGG. SOILS
- PHYSICS, ELECTRONICS, OPTICAL
- OSAW, INCO, DEVCO
- GEOGRAPHY INSTRUMENTS
- BIO TECH GEL
- BOROSIL (R) DURAN
- TRANSONS REMI
- OLYMPUS MICROSCOPE
- AUDIO-VISUAL EQUIP

Phone : 2593 3200

Telefax : 033-2593-3200

Mobile : 9831108997

75/A, Chandra Master Road, Barrackpore, Kol - 700 122

Membership No.	Name	Father's Name	Phone No.
193/64	Abani Mohan Joarder	Nibaran Chandra	
45/94	Achintya Saha	Dinabandhu	9734333938
155/04	Adreeja Basu	Arun Kumar	9002573662
89/50	Ajit Kumar Basu	Nityagopal	03472-224340
79/56	Ajit Kumar Mukherjee	Dwijendra Nath	9475148393
009/57	Ajit Nath Ganguly	Prabodh Nath	
63/70	Alaktika Mukhopadhyay	Dinabandhu	9830574027
	Alpana Basu	Late Mohankali Biswas	9333171996
76/67	Amarendra Nath Biswas	Bhuban Mohan	9874835273
33/44	Ambuj Maulik	Amulya Kumar	9232315652
32/75	Amit Kumar Maulik	Ambuj	9434450959
19/67	Amitava Mukherjee	Bhutnath	03472-255143
120/70	Amitava Roy	Panchanan	
69/76	Ananta Bandyopadhyay	Indu Kiran	9434322823
105/63	Anil Kumar Mondal	Brojendranath	033-25820052
94/66	Anil Kumar Roy	Krishnalal	9232604899
130/57	Anil Kumar Sarkar	Abhoy Charan	
148/96	Anirban Dhar	Pradip Narayan	9474338900
127/60	Aniruddha Palchowdhury	Keshab	03472-252036
75/69	Anju Biswas	Sudhir Kumar	03472-271343
163/65	Apurba Bag	Manindranath	9733709344
23/79	Archamna Ghosh Sarkar	Dr. Ramendranath	03472-252474
56/54	Ardhendu Bhusan Kundu	Ananta Bhusan	03472-252483
27/59	Arun Kumar Bhaduri	Naresh Chandra	03472-224770
106/67	Asesh Kumar Das	Haripada	033-25827329
28/56	Ashoke Kr. Bhaduri	Naresh Chandra	03472-224770
96/72	Asim Kumar Saha	Amiyo Kumar	9434105358
	Asit Kumar Sinha	Late Rashbehari	9474608769
36/68	Asit Kumar Roy	Krishna Kinkar	03472-224249
	Banani Datta	w/o Bibhas Chandra Biswas	03472-251133
123/64	Banibrata Sanyal	Sudhir Chandra	9433728900
124/68	Banimanjori Ghosh (Das)	K.R.Das	
85/194/ 58	Basudev Mondal	Jugal Kishore	03472-252888
21/60	Basudev Saha	Gopeswar	9832276558
140/70	Basudev Sarkar	Dharmadas	9474593228
95/72	Bhabanil Pramanik	Kshitish chandra	03472-657664
55/69	Bhairab Sarkar	Radharaman	03473-26171
51/64	Bharati Das Bagchi	Debapriya	03472-253160
24/90	Bholanath Swarnakar	Sunil Kumar	9474740222
158/68	Bhudev Biswas	Khagendranath	033-25823098
188/52	Bibekananda Sen	Bipin Behari	9435531603
160/64	Bidyut Bhusan Sengupta	Binoykrishna	9434826097
34/53	Bidyut Kumar Sen	Brojo Gobinda	9474678247
126/69	Bijan Kumar Saha	Bimal Kanti	9434553678?
17/ 76	Bijon Ghosh	Binoykrishna	9810090664
156/65	Bijoy Kumar Dutta	Kanailal	9434124535
174/67	Bimalendu Singha Roy	Kanuranjan	
	Binayendu Debnath	Late Nibaran Chandra	9002515763

MEMBERS

16 / 76	Bishnu Gopal Biswas	Prafulla Kumar	9231509470
	Biswanath Bhowmic	Dhirendra Nath	9679208011
175/61	Biswanath Kundu	Nagendranarayan	9474480374
05/ 57-T	Brajendra Narayan Dutta	D .N.Dutta	9232663623
35/56	Byomkesh Sarkar	Hemchandra	03472-224979
83/60	Chandan Kanti Sanyal	K.D.	9232467217
161/91	Chandan Mondal	Monoranjan Mondal	9434112120
8 of 58	Chinmoy Bhattacharya	Karunamoy	03472-251020
149/66	Chittaranjan Roy	Brojendra Kumar	x947407299
49/63	Deb Kumar Roy	Pramod Chandra	03472-256700
137/64	Debdas Acharya	Dayamoy	03472-256152
	Debdyuti Dey	Apurba Kumar	9474740225
	Devashis Mandal	Late Madhusudan	9232499219
03/59-T	Dhirendranath Biswas	Radha Gobinda	03472-253466
113/01	Dibyendu Saha	Dulal Chandra	9832276570
179/66	Dilip Kumar Biswas	Pravat Ranjan	
Dec-62	Dilip Kumar Guha	N. C.	03472-254055
87/59	Dilip Kumar Gupta	Hemendra Chandra	9434054936
185/60	Dilip Mukherjee	Nirod Gopal	9434821791
111/75	Dinabandhu Mandol	Bhim [illegible]dra	9732554498?
20/53	Dinesh Chandra Majumder	N[illegible]	03472-255646
138/75	Dipak Das	Na[illegible]nath	9434324568
183/84	Dipak Dasgupta	[illegible] Chandra	033-25920905
Jun-65	Dipak Kumar Biswas	Girijanath	03472-254213
29/92	Dipak Kumar Ghosh	Sudarshan	9434825048
176/61	Dipak Kumar M[illegible]ra	Benoy Kumar	9434320243
78/70	Dipak Kum[illegible] S[illegible]ar	Paresh Nath	03472-224095
22/70	Dipali [illegible]ny[illegible]	Subodh	03472-226076
150/	Dipan [illegible]	Dilip Kumar	9932325736
	Dipanjan [illegible]ahiri	Uday Kumar	9476191292
15 / 67	Dipankar Das	Amulya Kumar	9434552005
157/66	Dipti Prakash Pal (Prof)	Banamali	033-25826446
	Dr. Asok Kumar Saha	Amiya Kumar	
	Dr. Subhranath Mukhopadhyay	Late Amarnath	9903889145
189/58	Durga Shankar Shovakar	Bhudeb Chandra	9475822543
177/68	Gaurpada Das	Monoranjan	03472-258984
	Gautam Ghoshal	Santosh Kumar	03472-251914
98/98	Gautam Malakar	Shakti	9932378790
131/57	Gita Biswas	Pramatha Bhusan	033-24934850
71/98	Gobinda Chandra Sengupta	Krishna Chandra	03472-244157
70/60	Gokul Chandra Biswas	Sridhar	9232367988
	Gopal Biswas	Khitish Chandra	8001169356
86/58	Gour Mohan Banerjee	Bechulal	
110/67	Harisankar Das	Gopal Chandra	9339739556
146/67	Himansu Ranjan Das	Satish Chandra	9339092993
119/85	Indrani Sen (Sarkar)	Bratin Sarkar	9903972702
186/82	Indranil Biswas	Pranab Kumar	9732727048
43/90	Indranil Chatterjee	Satyendranath	974675633
178/88	Jahar Mazumdar	A.K.Majumder	

MEMBERS

184/55	Jatindra Mohan Dutta	Mohini Mohan	9832267952
165/84	Jayanta Khan	Jiban Krishna	9434856857
122/65	Jiban Ratan Bhattacharya	Bholanath	9475111212
37/64	Joydev Karmakar	Dulal Chandra	03472-252248
145/66	Kajal Bikas Bhadar	Kshirode Chandra	9339092993?
25/59	Kalyanbrata Dutta	Kamakshya	03472-255271
26/59	Kamakshya Kr Dutta	Phani Bhusan	03472-255271
14 / 74	Kanailal Biswas	Nandadulal	
93/61	Karunamoy Biswas	Kaliprosanna	9732821900
001/ 45	Kashikanta Moitra	Pt. Lakshmikanta	
48/69	Khagendra Kumar Datta	Prafulla Kumar	9434454786
162/75	Kishore Biswas	Lakshman	9434112120
18/70	Krishna Gopal Biswas		3471255590
117/67	Krishna Kumar Joardar	G. C. Joarder	9810341263
73/85	Lipika Roy	Dr. R. B. Roy	
40/62	Maitreyi Chandra	Karunamoy	03472-254922
115/04	Malin Kanti Roy	Manindra Nath	9933962689
59/	Manashi De	Chittaranjan	
68/57	Manjulika Sarkar	Manindranath	03472-254738
114/70	Manotosh Chakraborty	Haran Chandra	
47/70	Marjana Ghosh Guha	Dilip Kumar	9434551980
62/71	Mina Pal	Saroj Ranjan Palchoudhury	
108/66	Minat Kumar Mondal	Tarapada	033-32570649
58/83	Mita De	Chittaranjan	9434451715
57/66	Mrinal Kanti Bhattacharya	Manindralal	9434505008
168/63	Nabendu Kumar Sarkar	Amarendranath	9332327970
134/58	Narayan Biswas	Surendranath	033-24996055
180/71	Narayan Chandra Biswas	Hara Mohan	9475032727
60/96	Nayan Chandra Acharya	Adityanath	033-26300912
169/04	Nemai Chandra Das	Kalipada	9474478773
100/55	Nihar Ranjan Das	Niranjan	03472-256596
152/44	Nirmal Kumar Biswas	Nibaran Chandra	9434586170
84/60	Nirmal Sanyal	Shyama Sankar	03472-253295
50/96	Papia Sen Dutta	Brojendranath	9323663623
107/65	Paresh Chandra Biswas	Gour Chandra	033-25826192
142/69	Parimal Kumar Nandi	K.H. Nandi	9434890788
141/66	Paritosh Kumar Samadddar	Anil Chandra	9830350824
007/67	Pijus Kumar Tarafder	Prafullanath	9474479472
	Prabir Kumar Basu	Late Sudhir Kumar	9434231460
81/70	Pradip Kumar Bhattacharya	Prabhas Chandra	03472-224439
166/74	Pranab Kumar Kar	Pramod Ranjan	9434709556
136/72	Pranesh Kumar Sarkar	Panchanan	03473-271411
173/64	Prasanta Kumar Bhowmik	Dhirendra Kumar	9434193877
116/69	Prasanta Mukherjee	Manaranjan	
132/57	Pratap Narayan Biswas	Pramatha Bhusan	
182/04	Pratima Roy Mukherjee	W/o Saurav Kumar Mukherjee	9474760901
80/54	Pravat Kumar Roy	Nityananda	
159/63	Pravat Ranjan Mondal	Gopi Krishna	03472-252986
54/97	Priti Biswas	Dipak Kumar	

129/65	Priyogopal Biswas	Prafulla Kumar	033-27075853
90/94	Prosenjit Biswas	Dhananjoy	
167/65	Rabindranath Modak	Radhagobinda	03472-251365
121/68	Rama Prasad Pal	Kalipada	9433045452
102/60	Ramendranath Mukherjee	Anath Nath	03472-252657
	Rana Sinha	Parijat	9734522807
65/81	Ratna Goswami Das	W/O Dipankar	03472-254646
154/92	Raul Guha	Sailendranath	03472-259477
135/58	Runu Bhattacharya	R.N. Bhattacharya	9433792801
002/43	S. M. Badaruddin	S R Akbar Ali	9434555035
147/67	Sabita Sen (Roy)	Abhijit Sen	033-24611844
118/65	Sachindra Nath Chakraborty	R.N.Chakraborty	9433043860
72/90	Saikat Kundu	Sunil Kumar	
170/65	Sailen Sinha	Panchanan	9474477175
128/66	Sailendra Kumar Datta	Prafulla Kumar	9432207018
82/60	Salil Kumar Ghosh	Binod Chandra	9333215172
67/71	Sambhunath Biswas	Gaur Chandra	03472-320296
125/65	Samir Kumar Bej	Murari Mohan	9433876698
181/66	Samir Kumar Chatterjee	Manomahan	9433235801
011/63	Samir Kumar Halder	Abhoy Prasanna	
41/60	Samiran Kumar Pal	Ratsh Chandra	9474783354
30/66	Sampad Narayan Dhar	Jogendra Narayan	03472-253490
103/85	Sandipta Sanyal	Nirmal	003472—250611
171/93	Sanjib Biswas	Santosh	9434962376
97/72	Sanjit Kumar Chowdhury	Kalipada	9434706109
164/88	Sanjoy Ghosh	Dayal Chandra	9434185941
52/59	Sankareswar Datta	Jadunath	9339757442
144/67	Sekhar Banerjee	Suryapada	
	Shyama (Dey) Das	Santosh	
91/83	Shyama Prasad Sinha Roy	Kamakshya Prasad	
010/75	Shyama Prosad Biswas	Tamal	9474336571
74/68	Shyamapada Mukhopadhyay	Durga Prosad	03472-258457
	Sibani De	Late Sudhir Ranjan	9333210366
44/64	Sibnath Choudhury	Priyonath	9434191207
41/56	Sibnath Halder	Satyajiban	03472-254136
104/63	Sikha Sanyal	w/o Nirmal	03472-253295
013/67	Sirajul Islam	Sunnat Ali	9434371084
187/60	Sital Chandra Saha	Gopal Chandra	8436010309
	Somnath Datta	Hiranmoy	9474018450
99/60	Soumendra Mohan Sanyal	Dhirendranath	9474017727
	Sripama Sinha (De)	Prasenjit De	9474339767
38/62	Subimal Chandra	Bibhuti Bhusan	03472-254481
143/67	Subodh Chandra Paul	Dayal Chandra	9474423904
92/73	Sudhakar Biswas	Purna Chandra	9830852325
64/63	Sudhir Kumar Saha	Abinash	9434951990
46/97	Sudipta Pramanik	Asim Kumar	9434419951
109/70	Sujata Chakraborty	W/o Rabindranath	
153/81	Sujit Kumar Biswas	Saila Kumar	03472-255590
172/85	Sukesh Kundu	Subal	9434193877

	Sukumar Mondal	Suja Kanta	9002120920
77/76	Sukumar Mukhopadhyay	Anil Kumar	03472-256200
	Sunil Kumar Biswas	Late Kanailal	9932967525
101/68	Suruchi Dutta	Mohitosh	
61/73	Swadesh Roy	Sailendra Narayan	9932377420
191/96	Swagata Dey	Satyendranath	
	Swapan Kumar Bagchi		
139/68	Swapan Kumar Bandyopadhyay	Satish Gopal	9434505834
	Swapan Kumar Chakraborty	Manindra Nath	
151/68	Swapan Kumar Misra	Narendranath	9434506119
	Swapan Kumar Pal Choudhury	Late Prafulla Ranjan	9609494769
53/68	Swapna Bhowmik	Dhirendra	03472-254208
66/02	Tapalabdha Bhattacharya	Dhruba	9474381044
88-88	Tapan Kumar Ghosh	Madhusudan	9832881075
004/59	Tapas Kumar Modak		
112/68	Tapogopal Pal		03472-254018
	Tarun Kumar Chaudhuri	Late Bhupati Bhusan	9434419740
31/49	Tushar Kr. Choudhury	Nagendranath	03472-253725
133/68	Uday Sankar Chattopadhyay	Anil Kumar	03472-257010
39/78	Ujjal Kumar Modak	Nilmony	9434056783

৭০-এর রক্তঝরা সময়ে

কৃষ্ণনগর কলেজ-এ শ্যাম শান্তি বিশ্ব পার্থ কবীন্দ্র'র

প্রোথিত বীজ-এর

শিল্প গল্প কবিতা

email : spbiswas@gmail.com

9474336571 03472-255568

On the occasion of RE-UNION of
KRISHNAGAR COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION

OUR BEST WISHES TO ALL

CONSUS CO. LTD.

Conducts Sustainable Service

for Pharmaceutical Marketing in
Vietnam, Cambodia & Laos

REGISTERED OFFICE:

P-3, LANG HA ROAD, HANOI CITY, VIETNAM
TEL: +84 4 3856 3821 FAX: +84 4 3856 3841 E-MAIL:
consusvietnam@gmail.com

Liaison Office: 38 Nam Chau, Dist. Tan Binh, Ho Chi Minh City, VIETNAM
Tel/Fax: +84 8 3971 2885

Associate Company:
MEDAS INTERNATIONAL LTD.
48A, E0, Street #222, Khan Daun Penh, Phnom Penh 12211, CAMBODIA
Tel: +855 23 220795 Fax: +855 23 220794 E-mail: medas@every.com.kh

INDIA CONTACT:
MR. ASESH KUMAR DAS
TEL: +91 33 2582 7329 / 3296 8508 FAX: +91 33 2582 8216
E-MAIL: akudas@gmail.com

গ্রামীণ পিছিয়ে পড়া মানুষের সেবায় নিয়োজিত একটি প্রতিষ্ঠান -

Suvendu Memorial Seva Pratisthan at Gobrapota village, 7.00 Kms. away from Krishnagar. (Phone- 03472-220255/220160)

M.L.A., Subinoy Ghosh extends his hands of cooperation from its inception.

আমরা পেয়েছি আর্দশগত সর্মথন ও অকুণ্ঠ সহযোগিতা -

Minister of State, Govt. of India, Mr. Satyabrata Mukherhee, plants a sapling.

দলীয় রাজনীতির উর্দ্ধে দাঁড়িয়ে মানব-সেবায় সামিল হয়েছেন অনেকেই

With best compliments from Sankareswar Datta, an ex-student of this noble institution

M.L.A, Shibdas Mukherjee in an inaugural Function

আমরা চাই সকলের সর্মথন ও সহযোগিতার হাত

Eye Patients are waiting for their turn.

They receive sophisticated treatment and homely atmosphere at nominal or no cost.

They get back their vision and return home happily.

এই ঐতিহ্যময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একজন প্রাক্তনীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় সকলের সহযোগিতা একান্ত কাম্য ।

গ্রামীণ পিছিয়ে পড়া মানুষের সেবায়
নিয়োজিত একটি প্রতিষ্ঠান -

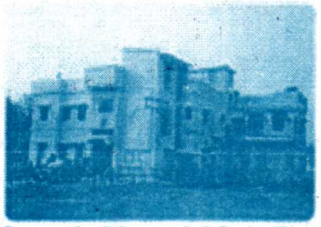

Suvendu Memorial Seva Pratisthan at Gobrapota village, 7.00 Kms. away from Krishnagar. (Phone- 03472-220255/220160)

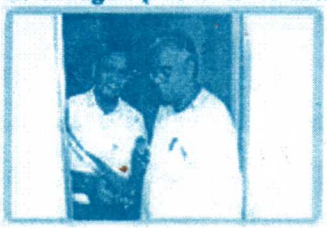

M.L.A., Subinoy Ghosh extends his hands of cooperation from its inception.

আমরা পেয়েছি আর্দশগত সমর্থন
ও অকুণ্ঠ সহযোগিতা -

Minister of State, Govt. of India,
Mr. Satyabrata Mukherhee, plants a sapling.

দলীয় রাজনীতির উর্দ্ধে দাঁড়িয়ে মানব-
সেবায় সামিল হয়েছেন অনেকেই

With best compliments from Sankareswar Datta, an ex-student of this noble institution

M.L.A, Shibdas Mukherjee in an inaugural Function

আমরা চাই সকলের সমর্থন ও
সহযোগিতার হাত

Eye Patients are waiting for their turn.

They receive sophisticated treatment and homely atmosphere at nominal or no cost.

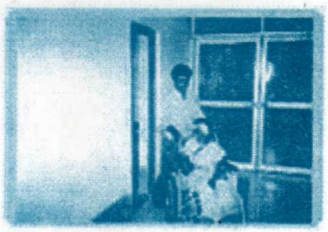

They get back their vision and return home happily.

এই ঐতিহ্যময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের
একজন প্রাক্তনীর আন্তরিক প্রচেষ্টায়
সকলের সহযোগিতা একান্ত কাম্য ।